তাওহীদের ডাক

৬৭তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪
www.tawheederdak.com

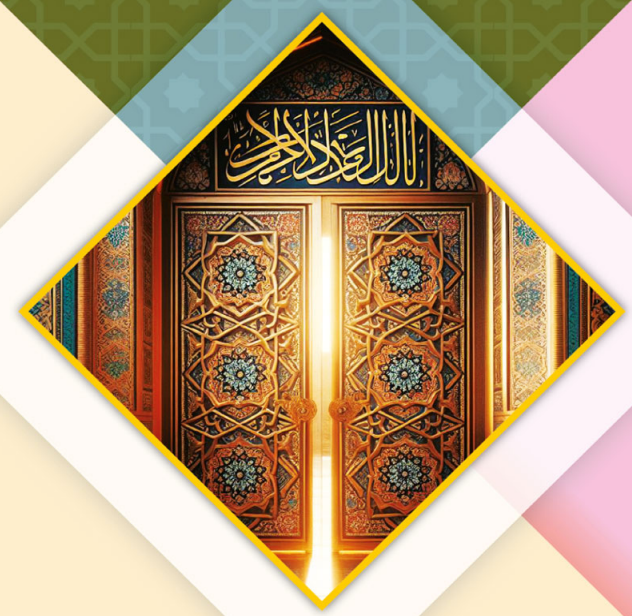

- রাহবারে উম্মত
- ইছলাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
- ব্যক্তিস্বার্থ, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি
- অনুবাদ গল্প : সর্বোত্তম জিহাদ
- সাক্ষাৎকার : ইয়াকুব আলী মাস্টার
- সমকালীন মনীষী : রবী‘ বিন হাদী আল-মাদখালী (সঊদী আরব)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্‌সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও’ *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১২৮)*। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য সদ্য প্রকাশিত বর্ণমালা সিরিজ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৬৭ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :** ২
  শিক্ষাক্রম ও আমাদের চিন্তামানস
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
  দুশ্চিন্তা ৩
- **তাবলীগ**
  ইত্তিবায়ে সুন্নাহ্র গুরুত্ব ৫
  মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- **তারবিয়াত**
  ইছলাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি ৯
  মুহাম্মাদ তোফায়েল আহমাদ
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর রাফ'উল ইয়াদায়েন ১২
  আশরাফুল ইসলাম
- **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে**
  সিপাহী জিহাদউত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি (২য় কিস্তি) ১৪
  অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী
- **সাক্ষাৎকার : ইয়াকুব আলী মাস্টার (ঝিনাইদহ)** ১৬
- **ধর্ম ও সমাজ**
  কুরআনের আলোকে সুশোভিত জীবন (শেষ কিস্তি) ২০
  আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **চিন্তাধারা**
  ব্যক্তিস্বার্থ, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি ২৩
  মুহাম্মাদ আব্দুন নূর
- **তারুণ্যের ভাবনা**
  রাহবারে উম্মাহ ২৭
  সারোয়ার মেছবাহ
- **সমকালীন মনীষী**
  শায়খ রবী' আল-মাদখালী ৩০
  তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **পরশ পাথর**
  কাওয়ারাঈ নাকাতা (জাপান)-এর ইসলাম গ্রহণ ৩২
- **অনুবাদ গল্প**
  সর্বোত্তম জিহাদ ৩৪
  মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে**
  সার্থকতার প্রাপ্তি ৩৬
- **সংগঠন সংবাদ** ৩৮
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৩৯
- **বর্ণের খেলা** ৩৯
- **কুইজ** ৪০
- **সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও বিশ্ব)** ৪০

সম্পাদকীয়

শিক্ষাক্রম ও আমাদের চিন্তামানস

শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদণ্ড, তবে সেই মেরুদণ্ডের ডায়াগ্রাম হ'ল শিক্ষাক্রম, যা সঙ্গোপনে আমাদের চিন্তামানস, আমাদের জাতিসত্তার রূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। একটি জাতি কোন পথে পরিচালিত হবে, তা যতটা না নির্ভর করে শাসক শ্রেণীর উপর, তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে তার শিক্ষা, চিন্তা ও মননধারার উপর। এজন্য যারা জাতিগঠন করেন কিংবা জাতিধ্বংসের কাজে লিপ্ত হন, তারা এই সংবেদনশীল জায়গাতেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে যারা কলকাঠি নাড়ছেন, তাদের কর্মকাণ্ড থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এদেশের সিংহভাগ মানুষের আক্বীদা-আমলকে ধ্বংস করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই তাদের এই পদক্ষেপ। ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সুর বেঁধে দিয়েছিল, সেই সুর ধীরে ধীরে জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিকশিত হয়ে এই প্রজন্মের সন্তানদের ধর্মীয় ও আদর্শিক চিন্তাধারাকে এমনিতেই প্রায় বিবশ করে ফেলেছে। আর বর্তমান শিক্ষাক্রম সেই চিন্তাধারাকে কেবল নিশ্চিহ্ন করা নয়, বরং সরাসরি ইসলামী চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত হেনে এদেশের মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সর্বধর্ম সমন্বয় মতবাদের ভাবশিষ্য বাঙালী জাতীয়তাবাদের মুনাফিকী মোড়কে বিলীন করার চেষ্টা চলছে মুসলিম জাতীয়তাবাদের শেষ চিহ্নটুকু।

বর্তমান পাঠ্যবইগুলোর একটি অবধারিত অংশ যেন হিন্দু এবং হিন্দুত্ববাদী লেখকগণ। খুব কম পাঠ্যপুস্তকই রয়েছে যার লেখক তালিকায় হিন্দু লেখকের নাম নেই। বিগত সময়ে নাস্তিক্যবাদের বীজবপনের জন্য বিবর্তনবাদের ভুয়া তত্ত্ব আমদানী করা হয়েছিল। এবার তার সাথে যোগ হয়েছে আরো কয়েকটি গুরুতর বিষয়। যেমন : (১) ইতিহাস বিকৃতি : এই শিক্ষাক্রমে মুসলমানদের অবদানকে গোপন রেখে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে এমনভাবে লেখা হয়েছে যে তাতে যেন মুসলমানদের কোন অবদানই নেই; বরং পুরোটাই হিন্দুদের অবদান। 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানে' ইসলামের ইতিহাসের কোন স্থান নেই। এমনকি মাদ্রাসা বোর্ডের বইতেও নেই। বিশ্ব মানচিত্রে ফিলিস্তীনের কোন উল্লেখ নেই। অথচ রয়েছে ইস্রাঈলের নাম!

(২) ইসলামী সংস্কৃতি বর্জন : পহেলা বৈশাখ, গায়ে হলুদ, জন্মদিন পালন, মুখেভাত অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে এদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাদ্রাসার বইয়েও প্রচ্ছদে দেয়া হয়েছে বাদ্য-বাজনার ছবি, পর্দাহীন নারীদের ছবি। 'চলো বন্ধু হই' শিরোনামে ছেলে ও মেয়ের ছবি দিয়ে একে অপরের প্রতি অনুভূতি প্রকাশ করতে বলা হয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে অন্যায় প্রণয়ের দিকে উৎসাহ প্রদানের শামিল। কেউ অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে জড়ালে তাকে শাসন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার হ'ল বয়ঃসন্ধিকালের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে খোলাখুলিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে হিজড়াদের অধিকার সংরক্ষণের নামে সুকৌশলে ট্রান্সজেন্ডার তথা লিঙ্গপরিবর্তনকামী বা সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট দুশ্চরিত্রদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হয়েছে, যা কেবল মুসলিমই নয়, কোন রুচিশীল মানুষের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব নয়। এভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুৎ করা এবং পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত অশ্লীল, অসভ্য তত্ত্বসমূহ তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামের ভিত্তিতে যেন তাদের আত্মপরিচয় গড়ে না ওঠে, তার আপ্রাণ চেষ্টা ফুটে উঠেছে এবারের শিক্ষাক্রমের পরতে পরতে। একই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণীর 'ইসলাম শিক্ষা' বই থেকে জিহাদের অধ্যায়টি বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে শেখানো হয়েছে কুফরী কালাম- 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

(৩) হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন : ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বইয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'অখণ্ড ভারত' নামক একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে, যা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল ভিত্তি। তাদের ধারণায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ মিলে একটি অখণ্ড ভারতবর্ষ হ'ল হিন্দুদের পবিত্র ভূমি বা হিন্দু সভ্যতার সূতিকাগার। তাদের মতে, বর্তমান যে ভারত তা খণ্ডিত । ধাপে ধাপে ইস্রাঈলের মত এই ভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অবিভাজ্য হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই এই মতবাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী ভারতবর্ষে মুসলমানরা বহিরাগত ও আক্রমণকারী। এভাবে কল্পিত ভারতবর্ষকে হিন্দু সাম্রাজ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই শিক্ষাক্রমে।

সর্বোপরি শিক্ষার নামে মিথ্যা ইতিহাস ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আমাদের মুসলিম জাতিসত্তা ও চিন্তামানসকে বাতিলের সাথে বিলীন করার এই অপচেষ্টা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক কঠিনতম পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছে, যা সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়েও ভয়ংকর। ক্লাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গেলেও ঈমান ও মনুষ্যত্বের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাদের জন্য এমনই এক মরণপণ যুদ্ধের মুখোমুখি করেছে, যাতে পরাজয় ছাড়া বিজয়ের সম্ভাবনা অতীব ক্ষীণ, যদি না আল্লাহ রহম করেন।

এমতাবস্থায় সচেতন মুসলিম হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হবে, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং জাতি ধ্বংসের পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সেই সাথে বিকল্প শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে এই কুশিক্ষা, ভ্রান্ত শিক্ষার প্রভাব থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা। আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এই শিক্ষাক্রম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রতিদিন গড়ে উঠছে নতুন নতুন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যালিমরা যখন কৌশল করে, আল্লাহও তাদের বিরুদ্ধে কৌশল করেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে' *(ছফ ৬১/৮)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই' *(আনআম ৬/১১৫)*।

সুতরাং যতই আমাদের সমাজে, শিক্ষাব্যবস্থায়, মিডিয়ায় ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো হোক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্বীনই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী। ইনশাআল্লাহ ঈমানী দৃঢ়তা এবং দূরদর্শী পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা অতীতের মত যাবতীয় বাতিল শক্তির মুকাবিলা করে এগিয়ে যাব। প্রতিটি শহরে-গ্রামে, প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমণ্ডলী, বিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ এবং বিত্তশালী ও দানশীল ব্যক্তিদের সামনে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

দুশ্চিন্তা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

(১) 'আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

২- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ- الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ- لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

(২) 'মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না। যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে। তাদের জন্যই সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ্র বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। আর (মুমিনের জন্য) এটাই হ'ল বড় সফলতা' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*।

৩- إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ-

(৩) 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

৪- الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

(৪) 'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর সেজন্য পরে কোন খোটা দেয় না বা কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে অঢেল পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬২)*।

৫- فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

(৫) 'অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৩৮)*।

৬- الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

(৬) 'যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৪)*।

৭- إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَمْ تَرَوْهَا-

(৭) 'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং সে ছিল (ছওর) গিরিগুহার মধ্যে দু'জনের একজন। যখন সে তার সাথীকে বলল, চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন ও তাকে এমন সেনাদল দিয়ে সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখোনি' *(তওবা ৯/৪০)*।

৮- وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ-

(৮) 'আর (স্মরণ কর) মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা। যখন সে ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তাকে কোন কষ্টে ফেলব না। অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আর নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

হাদীছের বাণী :

১০- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ-

(১০) আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল

যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন'।[১]

(১১) আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) আবু ত্বালহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর আবু ত্বালহা (রাঃ) আমাকে তার সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দো'আ পড়তে শুনতাম, اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، 'হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি'।[২]

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বান্দা যখন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে পতিত হয়ে বলে, اَللّٰهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِى بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِى وَجَلاَءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা। আমি তোমার এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র। আমার কপাল তোমার হাতে। আমার ব্যাপারে তোমার হুকুম কার্যকর। আমার ব্যাপারে তোমার ফয়ছালা ইনছাফপূর্ণ। আমি তোমার সেই প্রত্যেক নামের অসীলা দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যে নামের মাধ্যমে তুমি নিজের নামকরণ করেছ বা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ বা তোমার কোন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা যে নামগুলোকে তুমি নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছ, কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি, বক্ষের নূর, দুশ্চিন্তা এবং পেরেশানী বিদূরিত হওয়ার মাধ্যমে পরিণত করে দাও'। যে ব্যক্তি এই দো'আ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে আনন্দ ও খুশীর দ্বারা সেই স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবেন'।[৩]

১৩- عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِيْنِ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمَحْزُوْنِ عَلَى الْهَالِكِ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ التَّلْبِيْنَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ-

(১৩) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রোগীকে এবং কারো মৃত্যুজনিত শোকাহত ব্যক্তিকে তরল জাতীয় খাদ্য খাওয়ানোর আদেশ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তালবীনা' রোগীর কলিজা মযবূত করে এবং নানাবিধ দুশ্চিন্তা দূর করে'।[৪]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, 'আখেরাতের ব্যাপারে তুমি যতটুকু চিন্তা-ভাবনা করবে, সে পরিমাণ পার্থিব দুশ্চিন্তা তোমার হৃদয় থেকে বের হয়ে যাবে'।[৫]

২. আবুল লায়েছ সমরকান্দী (রহঃ) বলেন, তিনটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না। (১) দরিদ্রতা সম্পর্কে চিন্তা করবে না, তাহ'লে তোমার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা বেড়ে যাবে এবং লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাবে। (২) যালেমের যুলুম সম্পর্কে তুমি চিন্তা করবে না, তাহ'লে তোমার অন্তর শক্ত হয়ে যাবে, হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার রাগ স্থায়ী রূপ নিবে। (৩) দুনিয়াতে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা নিয়ে চিন্তা করবে না, তাহ'লে তুমি সম্পদ সঞ্চয়ে উদ্গ্রীব হয়ে পড়বে, সময় নষ্ট করবে এবং আমল সম্পাদনে বিলম্ব করবে'।[৬]

৩. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক জাতির সাধারণ মানুষ ও জ্ঞানীজন এ কথায় একমত যে, পাপ-পঙ্কিলতা ও ফিৎনা-ফাসাদে জড়িয়ে পড়ার ফলে মানুষের মনে দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, ভয়-ভীতি, দুঃখ-বেদনা, মানসিক সংকীর্ণতা, অন্তরের রোগ ইত্যাদির জন্ম হয়'।[৭]

সারবস্তু :

১. নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা তাক্বদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না। বরং তাক্বদীরে বিশ্বাসই দুশ্চিন্তা দূর করতে পারে।

২. কারণে-অকারণে দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা, দুঃখ, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির কারণে নানাবিধ রোগ-ব্যাধি শরীরে ও অন্তরে বাসা বাঁধে।

৩. দুশ্চিন্তা ছওয়াবকে বিনষ্ট করে এবং এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সকল মুমিনকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

১. বুখারী হা/৫৬৪১; মিশকাত হা/১৫৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৮১৮।
২. বুখারী হা/২৮৯৩ 'জিহাদ ও যুদ্ধকালীন আচার ব্যবহার' অধ্যায়-৫৬।
৩. আহমাদ হা/৩৭৮৪; ছহীহাহ হা/১৯৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৮২২।
৪. বুখারী হা/৫৬৮৯ 'চিকিৎসা' অধ্যায়, 'রোগীর জন্য তালবীনা' অনুচ্ছেদ।
৫. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ ২৫৯ পৃ.।
৬. আবুল লায়েছ সমরকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন ৫৭২ পৃ.।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, আত্ব-ত্বীব্বুন্নাবী ১/১৫৫ পৃ.।

ইত্তিবায়ে সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলূকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে তার যাবতীয় বিধি-বিধান অহি মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম বাস্তবায়িত হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে। সুতরাং একজন ব্যক্তির চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের একমাত্র মুক্তির সোপান ইত্তিবায়ে সুন্নাহকে নিজের জীবনে আকড়ে ধরা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তা'আলা দ্বীন-ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যার মধ্যে সামান্যতম সংযোজন-বিয়োজন করার অধিকার পৃথিবীর কোন মানুষকে দেওয়া হয়নি। নিম্নে ইত্তিবায়ে সুন্নাহ্‌র গুরুত্ব আলোচনা করা হ'ল।

(১) ইবাদত কবুলের মাধ্যম : ইবাদত কবুলের অন্যতম মাধ্যম হ'ল ইত্তিবায়ে সুন্নাহর অনুসরণ করা। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা। কেননা কোন ব্যক্তি যদি কুরআন মানে আর হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহ'লে সে কখনই অহির প্রকৃত মর্মমূলে আসতে পারবে না। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতটুকু নিয়ে এসেছেন ততটুকু মানতে হবে। তথাপি আনীত বিধানের বাইরে কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– 'যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হৌক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নূর ২৪/৬৩)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের উপর বিপর্যয় ও আযাব নেমে আসবে। অতএব মানুষ যেন তার প্রতিটি কথা ও কর্ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মের আলোকে বিশ্লেষণ করে। যেগুলো তাঁর কথা ও কর্মের সাথে মিলে যাবে সেগুলো কেবল গ্রহণ করবে। আর যা মিলবে না তা প্রত্যাখ্যাত করবে'।[১]

আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[২] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩]

সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ (রহঃ) বলেন, إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمِيْزَانُ الْأَكْبَرُ، فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ، عَلَى خُلُقِهِ وَسِيْرَتِهِ وَهَدْيِهِ، فَمَا وَافَقَهَا فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হ'লেন সবচেয়ে বড় মানদণ্ড। অতএব সকল কিছুই রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র, পথ-পদ্ধতি ও নীতিমালার উপর পেশ করতে হবে। যা তার সাথে মিলে যাবে তাই কেবল হক বলে গণ্য হবে। আর যা তার বিপরীত হবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে'।[৪]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ تَعْبُدُوْهَا فَإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالاً فَاتَّقُوْا اللهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ وَخُذُوْا بِطَرِيْقِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ– 'যে সকল ইবাদত রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ করেননি, সে সকল ইবাদত তোমরাও করো না। কেননা পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদের জন্য কোন অসম্পূর্ণতা রেখে যান না। অতএব হে মুসলিম সমাজ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি গ্রহণ কর'।[৫]

ফুযায়েল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُوْنَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُوْنَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى السُّنَّةِ– 'আমল খালেছ হ'লেও যদি তা সঠিক না হয়, তাহ'লে তা (আল্লাহ্‌র নিকট) কবুল হবে না। আর আমল সঠিক হ'লেও যদি তা খালেছ না হয়,

১. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৩০৮ পৃ., উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

২. *মুসলিম হা/১৭১৮।*
৩. *বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।*
৪. *খতীব বাগদাদী, আল-জামে' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে' হা/৮।*
৫. *আবু ইসহাক আশ-শাতেবী, আল-ই'তিছাম ২/১৩২; নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তাওয়াস্‌সুল, ১/১৬ পৃ.।*

www.tawheederdak.com

তাহ'লেও তা কবুল হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত আমলটি খালেছ ও সঠিক না হয়। খালেছ হ'ল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ইবাদত করা আর আমলের শুদ্ধতা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হওয়া'।[৬]

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতটুকু ইবাদত করেছেন, করতে বলেছেন এবং সমর্থন করেছেন, আমাদের জন্য ঠিক ততটুকু ইবাদতই পালনীয়। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বহির্ভূত আমল মানুষের নিকট যতই ভালো কাজ হিসাবে বিবেচিত হোক না কেন তা অবশ্যই বর্জনীয়।

হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলে দিন, যে আমলগুলি করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরয ছালাত সমূহ আদায় করবে। নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করবে। লোকটি বলল, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ (আপনি যতটুকু ইবাদতের কথা বললেন) আমি কখনো এর চেয়ে সামান্যতম বেশী করব না এবং সামান্যতম কমও করব না। অতঃপর লোকটি চলে গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোককে দেখতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে'।[৭]

অত্র হাদীছে উল্লিখিত রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আগমনকারী বেদুঈন লোকটি পূর্বে তেমন কোন আমল করেনি। হঠাৎ এসে কিছু আমলের কথা জানতে চাইল। যে আমলগুলোর মাধ্যমে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। রাসূল (ছাঃ) তাকে কিছু আমলের কথা বলে দিলেন। লোকটি চলে যাওয়ার সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা দিলেন। অথচ লোকটি সেই আমলগুলো শুরুই করতে পারেনি। এর কারণ হ'ল, লোকটি বলেছিল, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে যতটুকু আমলের কথা বললেন, আমি ততটুকুই পালন করব। এর থেকে সামান্যতম বেশী করব না এবং কমও করব না'। এই একটি কথার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা দিলেন।

অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন জনের একটি দল রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়ীতে আসল। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীরা যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে সংবাদ দিলেন তখন তারা এটিকে কম মনে করল। অতঃপর বলল, রাসূল (ছাঃ) কোথায় আর আমরা কোথায়? তাঁর পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনজনের একজন বলল, আমি প্রত্যহ সারা রাত জেগে ছালাত আদায় করব। অপর ব্যক্তি বলল, আমি প্রতিদিন ছিয়াম পালন করব, কখনো ছিয়াম ত্যাগ করব না। অপর ব্যক্তি বলল, আমি কোন নারীর নিকটবর্তী হব না এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, 'তোমরাই কি তারা, যারা এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছ? সাবধান! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং আমি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। কিন্তু আমি রাত্রের কিছু অংশে (নফল) ছালাত আদায় করি এবং কিছু অংশ ঘুমাই। কোন কোন দিন (নফল) ছিয়াম পালন করি এবং কোন কোন দিন ছিয়াম ত্যাগ করি। আর আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে বিমুখ হবে (সুন্নাত পরিপন্থী আমল করবে) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৮]

অত্র হাদীছে উল্লিখিত তিন জন ছাহাবীর কারো উদ্দেশ্যই খারাপ ছিল না। পর্যাপ্ত ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করা অবশ্যই ভালো কাজ। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করাই তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। আরেকজন বিবাহ না করে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত করতে চেয়েছিল, তার উদ্দেশ্যও ভালো ছিল। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোন ভালো কাজ ইসলামী শরী'আতে বৈধ হ'লে, সেদিন তিনি উল্লিখিত তিন ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করতেন না। বরং তাদেরকে আরো উৎসাহিত করে বলতেন, তোমরা খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমরা আরো বেশী বেশী ইবাদত করে যাও। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এরূপ উৎসাহ না দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, তোমাদের ইবাদত যদি আমার সুন্নাত পরিপন্থী হয় তাহ'লে তোমরা আমার উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

অতএব কেবল মানুষের বিবেকের মানদণ্ডে ভালো কাজ হলেই তা ভালো কাজ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং কোন কাজ ভালো হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) কাজটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হওয়া (২) কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী হওয়া (৩) বিদ'আত মুক্ত হওয়া'।[৯] আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী কোন আমল ইসলামী শরী'আতের মানদণ্ডে ভালো কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا– 'আপনি বলে দিন, আমরা কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা

৬. *শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, আল-'উবূদিয়াহ ২/৪৭৬ পৃ.; ড. সাইয়েদ আব্দুল গনী, আল-আক্বীদাতুছ ছাফিয়া লিল ফিরক্বাতিন নাজিয়াহ, পৃ. ২৫৯।*

৭. *বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/১৪।*

৮. *বুখারী হা/৫০৬৩; মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

৯. *তাফসীরুল কুরআন (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, মে ২০১৩), পৃ. ৪৬৪।*

সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একজন আমলকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা তার আমলসমূহ মানুষের দৃষ্টিতে ভালো মনে হ'লেও ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে সৎ আমল নয়।

(২) জান্নাত লাভের মাধ্যম : ইত্তিবায়ে সুন্নাত তথা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করার মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ– 'যেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু চেহারা বিবর্ণ হবে। অতঃপর যাদের চেহারা বিবর্ণ হবে, তাদের বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়েছিলে? অতএব তোমরা এখন অবিশ্বাসের শাস্তি ভোগ কর' *(আলে-ইমরান ৩/১০৬)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তাঁরা হ'লেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা সুন্নাতের অনুসারীগণ। আর যাদের মুখ কালো হবে তারা হ'ল, বিদ'আতীরা'।[১০]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى– 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু অস্বীকারকারী ব্যতীত। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হয় সে-ই অস্বীকার করে'।[১১]

(৩) আল্লাহকে ভালোবাসা লাভের মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ– قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ– 'বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তো কাফেরদেরকে পসন্দ করেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩১-৩২)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'অত্র আয়াতটি ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়ছালাকারী, যারা আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করে, অথচ মুহাম্মাদী তরীকার উপরে নেই। ঐ ব্যক্তি তার দাবীতে নিরেট মিথ্যাবাদী, যতক্ষণ না সে তার প্রত্যেকটি কথায় ও কর্মে মুহাম্মাদী শরী'আতের আনুগত্য করে'।[১২]

(৪) পূর্ণ মুমিন হওয়ার মাধ্যম : হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ– 'আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর হব'।[১৩]

একদা ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْآنَ يَا عُمَرُ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জীবন ছাড়া আপনি আমার নিকট সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত (পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না)। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ওমর! এখন (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হ'লে)'।[১৪]

আর দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক ভালোবাসার প্রমাণ হ'ল, তাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ– 'মুমিনদের উক্তি তো এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*।

---

১০. *তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৯২ পৃ.; উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১১. *বুখারী হা/৭২৮০, 'কুরআন ও সান্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৪৩।*
১২. *তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৩২ পৃ.; উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৩. *বুখারী হা/১৫, 'ঈমান' অধ্যায়; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭।*
১৪. *বুখারী হা/৬৬৩২, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়।*

(৫) তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যম : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ– 'এটাই আল্লাহ্র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাক্বওয়ারই বহিঃপ্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত شَعَائِرَ اللهِ বলতে আল্লাহ্র নির্দেশকে বুঝানো হয়েছে, যার অন্যতম হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা।

উল্লিখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তি হ'ল অহির বিধান এবং একমাত্র অনুকরণীয় ইমাম হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহির বিধান হিসাবে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাতকেই আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। তিনি বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল, আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত'।[১৫] তিনি আরো বলেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلاَّ هَالِكٌ– 'আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পরিষ্কার দ্বীনের উপর রেখে গেলাম। যার রাত দিনের মতই (উজ্জ্বল)। ধ্বংসশীল ব্যক্তি ছাড়া কেউই তা থেকে সরে আসতে পারে না'।[১৬]

অতএব মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালিত হবে একমাত্র অহির বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী। অহির বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য কোন পথের অনুসরণ করলে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ إِلَيْهِ– 'আমাদেরকে (বুঝানোর জন্য) রাসূল (ছাঃ) একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র রাস্তা। অতঃপর এর ডানে-বামে আরো কতগুলি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলিও রাস্তা; তবে এর প্রত্যেক রাস্তার উপর একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে; সে লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করে। অতঃপর (এর প্রমাণে কুরআনের এই আয়াতটি) তেলাওয়াত করলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ 'এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এটারই অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য পথগুলোর অনুসরণ করবে না, করলে এটা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দেবে' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।[১৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, জাবের (রাঃ) বলেন, 'একদা একদল ফেরেশতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি তখন ঘুমাচ্ছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পরে বললেন, তোমাদের এই বন্ধুর জন্য একটি উদাহরণ রয়েছে। তাঁর নিকট উদাহরণটি পেশ কর। তখন কেউ বললেন, তিনি ঘুমন্ত। আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত হ'লেও তাঁর অন্তর জাগ্রত। তখন তাদের কেউ বললেন, তাঁর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি একটি ঘর প্রস্তুত করেছেন এবং খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতঃপর (লোকদেরকে আহ্বান করার জন্য) একজন আহ্বায়ক পাঠালেন। এখন যে ব্যক্তি আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল, সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খাদ্য খেতেও পেল। আর যে আহ্বায়কের আহ্বানে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না, খেতেও পেল না। অতঃপর তারা পরস্পরে বললেন, তাঁকে এ উদাহরণের তাৎপর্য বলে দাও, যাতে তিনি বুঝতে পারেন।

তারা বললেন, ঘরটি হচ্ছে জান্নাত, আর আহ্বায়ক হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সুতরাং 'যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন মানুষের মাঝে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের মানদণ্ড'।[১৮] সুতরাং ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে ইত্তিবায়ে সুন্নাহ একমাত্র অনুসারী ব্যক্তিরাই রাসূল (ছাঃ) শাফা'আত লাভে ধন্য হবে। আর সুন্নাহ প্রত্যাক্ষাণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলবেন, سحقا سحقا لمن غير بعدي– 'দূর হও! দুর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে'।[১৯]

উপসংহার : সার্বিক জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইত্তিবায়ে সুন্নাহ্র অনুসরণ করতে হবে। তবেই তো আমরা আমাদের কাঙ্খিত জান্নাত অর্জন করতে পারব। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকলকে যথাযথভাবে ইত্তিবায়ে সুন্নাত বুঝার ও তদানুযায়ী আমল করার এবং এর বিনিময়ে জান্নাত অর্জনের তওফীক দান করুন।- আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

১৫. মুওয়াত্তা মালেক হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১৩২ পৃ.; আলবানী, সনদ হাসান।

১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪৩, 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৩৭।

১৭. মুসনাদে আহমাদ হা/৪১৪২; মিশকাত হা/১৬৬, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ১/১২৩ পৃ.; আলবানী, সনদ হাসান।

১৮. বুখারী হা/৭২৮১, 'কুরআন ও সান্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছে; মিশকাত হা/১৪৪।

১৯. বুখারী হা/৬৫৮৪; মুসলিম হা/২৬; মিশকাত হা/৫৫৭১।

ইছলাহের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

-মুহাম্মাদ তোফায়েল আহমাদ

উপস্থাপনা : আরবী শব্দ ইছলাহ (إصلاح)-এর পাঁচের অধিক অর্থ রয়েছে। যেমন- সংশোধন করা, সৎকাজ করা, বিরোধ মীমাংসা করা, উন্নতিসাধন করা, বন্ধুত্ব স্থাপন করা ইত্যাদি। কুরআন-হাদীছেও একাধিক অর্থে ইছলাহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তন্মধ্যে আত্মসংশোধন ও পারস্পরিক সন্ধি অন্যতম। নিজের ভুল সংশোধন ও দু'ভাইয়ের মাঝে পারস্পরিক সন্ধির মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন চরিত্রের দু'টি মহৎ গুণ, যা আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে আত্মসংশোধন ও পারস্পরিক সন্ধির গুরুত্ব ও পদ্ধতি আলোকপাত করা হ'ল।

আত্মসংশোধনের গুরুত্ব :

জীবন পরিক্রমায় মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভুল বা অন্যায় করে থাকে। আর মানুষ হিসাবে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ভুল বুঝতে পেরে সেখান থেকে ফিরে আসা একজন উত্তম মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী তারাই, যারা সর্বাধিক তওবাকারী'।[১] সুতরাং আত্মসংশোধন বান্দাকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে।

(১) আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়া লাভ : অজ্ঞতাবশে মন্দ কাজের পর তওবার মাধ্যমে আত্মসংশোধন করলে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়া লাভ হয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশে কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর যদি সে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাহ'লে তিনি (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/৫৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'অতঃপর সীমালংঘন করার পর কেউ তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(মায়েদাহ ৫/৩৯)*। সুতরাং তওবা কবুলের জন্য নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সংশোধন করতে হবে। আর কখনই সেই মন্দ কাজে না জড়ানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যদি তওবার সাথে মন্দ কাজও চলমান থাকে, তাহ'লে তওবা কবুল হবেনা।

(২) ভয় ও চিন্তা থেকে মুক্তি : যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে পাপ থাকে, তখন সে ভীত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল আত্মসংশোধন করে নেওয়া। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'অতঃপর যারা ঈমান আনে ও নিজেদের সংশোধন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(আন'আম ৬/৪৮)*।

আত্মসংশোধনের পদ্ধতি :

(১) অন্যায়ের পরপরই তওবা করা ও ভালো কাজ করা : আল্লাহ বলেন, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 'অতঃপর যারা অজ্ঞতাবশে কোন অন্যায় করে, অতঃপর তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে, তোমার পালনকর্তা এসবের পরও তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নাহল ১৬/১১৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُوْلَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ 'তবে যারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে এবং সত্য প্রকাশ করে দেয়, আমি তাদের তওবা কবুল করব। আর আমিই সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৬০)*।

আবু যর (রাঃ) একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ 'তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর'।[২]

(২) সত্য ও সঠিক কথা বলা : আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ভয় ও সঠিক কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বান্দার পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং মন্দ কর্মগুলো সংশোধন করে দেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল'।

১. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; দারেমী হা/২৭২৭; মিশকাত হা/২৩৪১।

২. আহমাদ হা/২১৪৪১; তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩।

তাহ'লে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করে দিবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন' *(আহযাব ৩৩/৭০-৭১)*।

(৩) অন্যকে সংশোধন করা : আত্মসংশোধনের পাশাপাশি অন্যদের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ، إِذَا رَأَى فِيْهَا عَيْبًا أَصْلَحَهُ 'একজন মুমিন তাঁর ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। সে তার কোন ভুল দেখলে সংশোধন করে দেয়'।[৩] সুতরাং কোন দ্বীনী ভাইয়ের মধ্যে ভুল পরিলক্ষিত হওয়ার পরও যদি তাকে সংশোধন না করা হয়, তাহ'লে সে পরিপূর্ণ মুমিন নয়।

(৪) সংশোধনের নামে বিশৃংখলা তৈরী না করা : সংশোধন করতে গিয়ে বিশৃংখলা তৈরী যেন না হয়, সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-এর মাধ্যমে যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, وَوَاعَدْنَا مُوْسَى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ 'আর আমরা মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম। অতঃপর তা আরও দশ রাত দ্বারা পূর্ণ করি এবং এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত চল্লিশ রাত সময় পূর্ণ হয়। আর এ সময় মূসা তার ভাই হারূণকে বলে, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ও তাদের সংশোধন করবে। আর সাবধান! তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না' *(আ'রাফ ৭/১৪২)*।

(৫) অপরের সংশোধনে দরদী হওয়া : অহির আলোয় উদ্ভাসিত ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সাধ্যমত অন্যদের সংশোধনে চেষ্টা করবেন। জোরজবরদস্তি বা তাড়াহুড়ার মাধ্যমে নয়; বরং সহনশীলতার সাথে দরদ নিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজ করতে হবে। নবীগণ সর্বদা তাদের স্বজাতির সংশোধনে প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। যেমন আল্লাহ নূহ (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ– 'সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি মনে কর, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর কায়েম থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ হ'তে উত্তম রিযিক (নবুঅত) দান করে থাকেন (তাহ'লে কিভাবে আমি তা গোপন করতে পারি?)। আর আমি চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই কাজ করি, যে কাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করি। আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন চাই মাত্র। আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' *(হূদ ১১/৮৮)*।

পারস্পরিক মীমাংসার গুরুত্ব :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানব দেহের ন্যায়। যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে তাপ ও অনিদ্রা'।[৪] সুতরাং দু'জন মুমিনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কখনই কাম্য নয়। যদি এরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা অপর মুমিনের কর্তব্য।

(১) মীমাংসা করা আল্লাহ্র নির্দেশ : যখন মুমিনদের কেউ পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন নিরপেক্ষ কেউ তাদের মাঝে সন্ধি করে দিবেন। এটা মহান আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*।

(২) মীমাংসাতেই পুরস্কার : সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শলা-পরামর্শ হয় নিরর্থক। তবে যদি সে

৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৩৭; ছহীহাহ হা/৯২৬।

৪. মুসলিম হা/৬৪৮০।

পরামর্শ হয় পারস্পরিক মীমাংসার জন্য, তাহ'লে এর বিনিময়ে রয়েছে আল্লাহ্র পুরস্কার। আল্লাহ বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

(৩) মীমাংসা আল্লাহ্র রহমত আনায়নকারী : পারস্পরিক সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'মুমিনগণ তো কেবল পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

(৪) মীমাংসায় পরস্পরকে ক্ষমা করা অতীব কল্যাণময় : আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য দিয়ে থাকেন। ফলে সৎ কাজের ভাল প্রতিদান ও অসৎ কাজের মন্দ প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট নির্ধারিত। যা তিনি ক্বিয়ামতের দিন প্রদান করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি পারস্পরিক সন্ধির জন্য অপরজনকে ক্ষমা করে, তার উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ- وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ 'আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার তো আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাচারীদের ভালবাসেন না'। 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন সুযোগ নেই' *(শূরা ৪২/৪০-৪১)*।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পরেও ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে সেটা আরও উৎকৃষ্ট কাজ। মহান আল্লাহ অত্র সূরার পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ 'আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই সেটি হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(শূরা ৪২/৪৩)*।

সুতরাং লোকদের মাঝে সংশোধন করতে গিয়ে যদি মিথ্যা বলা লাগে, আর তাতে কারো ক্ষতির আশংকা না থাকে, তবে সেটা মিথ্যা হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا 'যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সংশোধন করার চেষ্টা করে সে মিথ্যাবাদী নয়। সে (যা বলেছে) ভাল বলেছে অথবা ভালকাজের অগ্রগতি ঘটিয়েছে'।[৫] সুতরাং প্রয়োজনে মীমাংসার তাকীদে যদি কখনও মিথ্যা বলা হয়ে যায়, তাহ'লে সেটা মিথ্যা হিসাবে গৃহীত হবে না।

উপসংহার : মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হবে সর্বদা পরস্পরের সংশোধনের চেষ্টা করা। আর নিজেকে সেই ব্যক্তিদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যারা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরী করে না, বরং মীমাংসা করে। পাশাপাশি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনদের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করে দিতে হবে; যাতে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ বলেন, 'অতএব তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলির মধ্যে এমন দূরদর্শী লোক কেন হ'ল না, যারা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিত? তবে অল্প কিছু লোক ব্যতীত *(হূদ ১১/১১৬)*। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে আত্মসংশোধন করা ও পারস্পরিক মীমাংসার মাধ্যমে উত্তম ব্যক্তি হওয়ার তওফীক দান করুন।-আমীন!

[ছানাবিয়া ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

৫. আবুদাঊদ হা/৪৯২০; তিরমিযী হা/১৯৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৮১৫।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর রাফ'উল ইয়াদায়েন

-আশরাফুল ইসলাম

উপস্থাপনা : ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন তথা দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উত্তোলন করা সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে রুকূতে যাওয়া, রুকূ হ'তে উঠা ও তৃতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েনের বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে যারা বলেন রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা লাগবেনা তাদের বক্তব্য হ'ল রাসূল (ছাঃ) প্রথম দিকে ছালাতে রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ'তে উঠার সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেও পরে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তা এখন মানসূখ; যা আমলযোগ্য না'।[১] অথচ মতভেদের সময়ে মূলনীতি হ'ল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) তথা কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে আসা *(নিসা ৪/৫৯)*। অথচ রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন। শুধু তাই নয় বরং কোন একজন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদায়েন ছেড়ে দিয়েছেন এমন কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ 'রাসূল (ছাঃ)-এর কোন একজন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদায়েন করেননি মর্মে কোন কিছু আহলে ইলমের নিকটে প্রমাণিত না'।[২] বরং তিনি মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন। এ সম্পর্কে দলীলসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

দলীল-১ : ছাহাবী মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) সহ একদল যুবক রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে দ্বীন শিক্ষার জন্য ২০ দিন ২০ রাত ছিলেন। যখন তাঁরা ফিরে আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁদেরকে বললেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ 'আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখলে সেভাবে তোমরা ছালাত আদায় করবে'।[৩] এটি ছিল নবম হিজরীর রজব মাসে তাবুক যুদ্ধের কিছু দিন আগের ঘটনা'।[৪] আমরা জানি, রাসূল (ছাঃ) ১১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) তাঁর নিকটে দ্বীন শিখেন।

এখন আমরা দেখি, মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) কীভাবে ছালাত আদায় করতেন, কেননা তাঁকে রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করতেন সেভাবে ছালাত আদায়ের আদেশ করা হয়েছিল। আবু ক্বিলাবাহ (রহঃ) তিনি মালেক ইবনু হুওয়াইরিছ (রাঃ)-এর ছালাত আদায় সম্পর্কে বলেন, إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- صَنَعَ هَكَذَا 'তিনি যখন ছালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর দিতেন এবং তাঁর দু'হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। আবার যখন রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরূপ করেছেন'।[৫]

হাদীছটিতে জ্বলজ্বল করছে ছাহাবী মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) রুকূতে যাওয়ার সময় রুকূ হ'তে উঠার সময়ে হাত উঠাতেন। তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) যদি রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ছেড়ে দিতেন তাহ'লে মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ)-কে রাফ'উল ইয়াদায়েন সহ ছালাত শিক্ষা দিতেন না। এ থেকে স্পষ্ট যে রাসূল (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করা কখনও ছাড়েন নি।

দলীল-২ : ছাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ- وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ- ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 'তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখলেন, তিনি ছালাত শুরু করার সময় দুই হাত তুললেন এবং তাকবীর বললেন। হাম্মাম দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তার স্বরূপ বর্ণনা করলেন। অতঃপর চাদরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তিনি যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, উভয় হাত কাপড়ের ভিতর থেকে বের করলেন, অতঃপর উভয় হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকূতে গেলেন। তিনি যখন 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বললেন, তখনো দু'হাত উঠালেন'।[৬]

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) ইয়েমেনের বাদশাহ ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নবম হিজরীতে'।[৭] অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)

১. হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ১/৩২৪; আল-মুগণী ১/৪৯৭।
২. ইমাম বুখারী (রহঃ), জুযউ' রাফ'উল ইয়াদায়েন ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৩. বুখারী হা/৬৩১।
৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী ফাৎহুল বারী হা/৭২৪৬, ১৩/২৩৬ পৃ.।
৫. বুখারী হা/৭৩৭।
৬. মুসলিম হা/৪০১।
৭. উমদাতুল কারী ৫/২৭৪ পৃ.।

এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছেন রুকূতে যাওয়ার আগে ও রুকূ হ'তে উঠার পরে হাত উঠিয়ে ছালাত আদায় করতে। এরপর তিনি পরের বছর অর্থাৎ দশম হিজরীতে ঠাণ্ডার সময় আবার আসলেন'।[৮] তিনি তখন অনুরূপ ছালাত আদায় করতে দেখেছেন। তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন ছেড়ে দিলেন কবে?

দলীল-৩ : রাসূল (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন তা যেমন ছাহাবী দেখেছেন, তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও ছাহাবী করেছেন তা তাবেঈ দেখেছেন এবং তাবেঈ করেছেন তা তাবে তাবেঈ দেখেছেন। আর এভাবে অদ্যবধি চলমান রয়েছে। যেমন-

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন তিনি রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকূ হ'তে মাথা উঠাতেন তখনও এমন করতেন এবং سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার সময়ও এমন করতেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না'।[৯]

হাদীছটি খেয়াল করুন, ওমর (রাঃ)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে দেখেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে শেষ সপ্তাহে তাঁর পিছনে এশার ছালাত আদায় করেছেন'।[১০] এখন আমরা দেখবো আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন কি না। عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِىِّ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- নাফে' (রহঃ) হ'তে বর্ণিত যে, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকূ করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। অতঃপর যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাক'আত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। হাদীছটি ইবনু ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১১] রাসূল (ছাঃ) যদি মৃত্যুর দু'একদিন আগেও রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ছেড়ে দিতেন তাহ'লে অবশ্যই আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন বর্জন করেছিলেন মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন যা ছহীহ বুখারীতে মুত্তাছিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ছহীহ বুখারীর গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রখ্যাত উছূলবিদ ইমাম ইবনু ছালাহ (রহঃ) বলেন, 'অনুরূপ প্রত্যেক যে হাদীছকে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ছহীহ বলেছেন, তা অকাট্য ছহীহ, কেননা উম্মত এই গ্রন্থকে কবুল করে নিয়েছে'।[১২] ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'ছহীহ বুখারী ও ছহীহ বুখারীর সকল হাদীছ গ্রহণ ও ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন' অনুরূপভাবে সকল মুসলিম একমত হয়েছে'।[১৩] ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'পূর্ব এবং পশ্চিমের আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ্র কিতাবের পরে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ কোন কিতাব নেই'।[১৪]

এবার আমরা দেখব, তাবেঈর রাফ'উল ইয়াদায়েন। 'তাবে তাবেঈ সুলায়মান আশ- শায়বানী (রহঃ) বলেন, আমি সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (ইবনু ওমর)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাত শুরুতে এবং রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ হ'তে মাথা উঠিয়ে দু'হাত উত্তোলন করেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমি আমার পিতা আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে এভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, আমি (ইবনু ওমর) রাসূল (ছাঃ)-কে এভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছি'।[১৫]

সালেম হ'লেন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ছেলে। এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হ'তে পারে? রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখেছেন তাঁর পুত্র সালেম। আর সালেমকে দেখেছেন তাবে তাবেঈ সুলায়মান আশ-শায়বানী (রহঃ)। তা'হলে রাফ'উল ইয়াদায়েন মানসূখ হ'ল কীভাবে?

জ্ঞাতব্য : আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) পরবর্তীতে রাফ'উল ইয়াদায়েন বর্জন করেছিলেন মর্মে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। বরং কেউ রুকূর আগে-পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন না করলে তিনি তাকে নুড়ি-পাথর মারতেন।[১৬] যা ইমাম নববী ও ইবনুল মুলাক্কিন (রহঃ) সহ আরো অনেকে ছহীহ বলেছেন।[১৭]

[ক্রমশঃ]

[দক্ষিণ শালিকা, মেহেরপুর]

---

৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০।
৯. বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭ 'তাকবীরে তাহরীমা, রুকূতে যাওয়া এবং রুকূ হ'তে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা' অনুচ্ছেদ-৮৪।
১০. বুখারী হা/১১৬, ৬৮২।
১১. বুখারী হা/৭৩৯ 'দুই রাক'আত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো' অনুচ্ছেদ-৮৬।
১২. ওছমান ইবনু আব্দুর রহমান, ছিয়ানাতু ছহীহ মুসলিম ৮৫ পৃ.।
১৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১/৩০ পৃ.।
১৪. বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহঃ), উমদাতুল ক্বারী ১/৫ পৃ.।
১৫. আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাররাজ, হাদীছু সাররাজ হা/১১৫; সনদ ছহীহ।
১৬. ইমাম বুখারী, জুযউ রাফ'উল ইয়াদায়েন হা/১৫।
১৭. আল-মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪০৫ পৃ.; আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৭৮ পৃ.।

সিপাহী জিহাদউত্তর মুসলিম রেনেসাঁর পটভূমি

-অধ্যাপক আশরাফ ফারুকী

(২য় কিস্তি)

ইংরেজ বর্বরতা ও সৈয়দ আহমদ খান :

মুসলিম সমাজের জন্যে সৈয়দ আহমদ খানের দরদের অন্ত ছিলো না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজ শক্তি এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। শক্তি এবং সংগঠন ভিন্ন তাদের সঙ্গে বিরোধিতা করার অর্থ নিজেদের জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করা। সৈয়দ আহমদের মনোভঙ্গির সাথে সকলে একমত না হতে পারেন বটে, কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর এই ধারণার কারণেই ইংরেজ নির্যাতনে নির্যাতিত মুসলিম সমাজ যখন সিপাহী জিহাদে মাতোয়ারা হয়ে উঠেন, তখন সৈয়দ আহমদ এর প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে নিরতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

সিপাহী সংগ্রামের অবসানে মুসলিম জাতির জীবনে নেমে এলো দুর্যোগের করাল ছায়া। ইংরেজ শক্তির বর্বর-প্রতিশোধ বাসনা সমগ্রদেশে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করলো। সে সময়কার মুসলিম লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু ইংরেজ লিখিত বর্ণনা থেকে আমার ইংরেজ পাশবিকতার যে পরিচয় পাচ্ছি তা চেংগিস ও হালাকুর নৃশংসতাকে একেবারেই নিস্প্রভ করে দেয়। দিল্লীতে নর-রক্তে ইংরেজশক্তি হোলি-উৎসব করলো। এলাহাবাদে বৃদ্ধ নারী ও শিশুদের মস্তক নিয়ে খেললো, কানপুর, লক্ষ্ণৌর রাজপথে ইংরেজ বর্বরতার ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লিখিত হলো। গোটা দেশের আকাশে-বাতাসে আর্তনাদের সুর বেজে উঠলো।

এসময়ে 'নেটিভ'দের সর্বস্ব লুণ্ঠন করার কার্য এক সপ্তাহের জন্য সরকারী ঘোষণা দ্বারা অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্ত বক্ষেত্রে মাসাধিককাল সমগ্র দেশব্যাপী লুণ্ঠনের সঙ্গে 'সার্বজনীন' নরহত্যা চলতে থাকে। এ দুর্যোগের করালগ্রাসে তদানীন্তন মুসলমান সমাজই বিশেষভাবে পতিত হন। এই সময় সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের রক্ষার জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উর্দুতে সিপাহী বিপ্লবের উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এতে তিনি বিপ্লবের কারণ হিসেবে পাক-ভারতের জনগণের মনোভাব সম্পর্কে ইংরেজদের অজ্ঞতাকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, ভাইসরয়ের আইন পরিষদে দেশীয় প্রতিনিধত্ব দ্বারাই জনগণের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের প্রতিকার করা সম্ভব। এ ছাড়া তিনি পাক-ভারতীয় মুসলমানদের উপকারার্থে 'ভারতের রাজভক্ত মুসলমান' নামক আর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেশের হিন্দুসমাজ যখন ইংরেজী শিক্ষাকে পুরোপুরি গ্রহণ করে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন মুসলমানদের নেতৃত্বে সিপাহী জিহাদ পরিচালনা করার কার্যকে সৈয়দ আহমদ অনুমোদন দান করতে পারেননি। সিপাহী জিহাদের পর ইংরেজরা মুসলামনদের প্রতিই প্রধাণত বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। সৈয়দ আহমদ বুঝেছিলেন যে, মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে মুসলমানদের কল্যাণ নেই। আর ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে না পারলে ইংরেজরা চিরদিনই মুসলমানদেরকে অবহেলিত করে রাখবে। প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ চিরদিনের জন্য পাক-ভারতের উন্নতিশীল জাতি হিসেবে পরিগণিত থাকবে। এই উপলব্ধির জন্যেই তিনি ইংরেজদের নিকট এদেশীয় মুসলমানদেরকে 'রাজভক্ত' বলে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। এজন্যেই তিনি উল্লিখিত বই লিখে ইংরেজরোষের কবল থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সিপাহী জিহাদের অব্যবহিত পর মুসলমানদের উপর ইংরেজ যুলুম এতই প্রচণ্ড ছিল যে, সে সময়ে মুসলমান জনগণের নিকট একটুখানি সান্ত্বনাবাণীর মূল্যও ছিলো যথেষ্ট। এই জন্যই মুসলমানদের প্রতি যুলুম লাঘব করবার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদের কর্মতৎপরতা মুসলিম সমাজের জন্যে ভরসা স্বরূপ ছিলো।

সৈয়দ আহমদ ও মুসলিম শিক্ষার পুনর্গঠন :

কিন্তু সৈয়দ আহমদ খানের অবদান শুধুমাত্র সাময়িকভাবে মুসলিম ধন ও জীবনরক্ষার কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। বরঞ্চ মুসলিম সমাজকে তিনি স্থায়ী ভাবে রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'বিজ্ঞান সমিতি' নামক একটি তমদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং এর মারফত মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করে তুলতে যত্নবান হন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলেত গমন করেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে এদেশীয় মুসলিম-সমাজকে জাগরণের বাণী শুনাতে থাকেন।

এই সময় তিনি 'তাহযিবুল আখলাক' নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা মারফৎ তিনি ইসলামের প্রগতিশীল রূপ সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সমাজকে ওয়াকিফহাল করতে থাকেন। তিনি প্রতিপন্ন করতে চান যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ইসলাম-বিরোধী নয়। সুতরাং সমাজকে ইসলামী জ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যজ্ঞান মিশিয়ে মুসলিম সমাজকে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর এই মতবাদের পরিপেক্ষিতে তিনি মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

এইবার সৈয়দ আহমদ মুসলিম জাতির নবজীবনের দ্বার উদঘাটনের জন্য ব্রতী হলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, মুসলিম অভিভাবকগণ ছেলেদেরকে সরকারী কলেজে পড়াতে চান না এই ভয়ে যে, তাতে ছেলেরা নীতিভ্রষ্ট এবং ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়বে। অথচ ইংরেজী শিক্ষার অভাবে মুসলমানরা সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েছে। সৈয়দ আহমদ মুসলিম আভিভাবকদের আপত্তি বিদূরিত করবার উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আলীগড় কলেজ (পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপন করলেন। এই কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষাসূচী গ্রহণ করা হলো, কিন্তু আরাবী ভাষা এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলো। অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজের আদর্শে কলেজটি ছিল আবাসিক এবং এর প্রথম তিনজন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ।

এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলিম সমাজ শুধু যে সরকারী চাকুরী ও ব্যবসায় বাণিজ্যেই অগ্রসর হলেন তা নয়, বরঞ্চ ভাবীদিনের মুসলিম রাজনীতিকদের জন্মও এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সূচিত হলো। পরবর্তী খিলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মুহম্মদ আলী, পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল খাজা নাযিম উদ্দীন ও গোলাম মোহম্মদ, শহীদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান প্রমুখ রাজনীতিবিদরা ছিলেন আলীগড় শিক্ষিত। সমগ্র পাক হিন্দু ভূভাগেই আলীগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম সমাজের প্রস্তাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিলো একথা অনস্বীকার্য।

সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা :

সৈয়দ আহমদ শুধুমাত্র শিক্ষার পুনর্গঠনের মারফতই মুসলিম রেনেসাঁর সূচনা করেননি, বরঞ্চ রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও তাকে তরান্বিত করেছেন। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ১৮৭৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বড়লাটেব আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময় লর্ড রিপন যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের প্রবর্তন করেন, তাতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মনোনয়নদানের জন্য সৈয়দ আহমদ দাবী তোলেন এবং শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়। সৈয়দ আহমদের জীবনের শেষ সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জন্ম পরিগ্রহ করে। এই পাক-ভারতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে সৈয়দ আহমদের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী পাক-ভারতীয় রাজনীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে বলে এটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তারপূর্বে ১৮৫৮ থেকে কংগ্রেসের জন্মকাল অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় শাসন-বিধানের যে কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা প্রয়োজন। সিপাহী জিহাদের ফলে পাক-ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। বৃটিশ পার্লামেন্টে এদেশের শাসন সম্পর্কে একটি নতুন আইন' Act for the better Government of India বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের ফলে পাক-ভারতের শাসন কোম্পানীর হাত থেকে ইংল্যাণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে ন্যস্ত হলো। বড়লাটের উপাধি হলো ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেল। এর ফলে ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয় হলেন।

আসলে এর ফলে শাসনপদ্ধতিতে মৌলিক কোন পরিবর্তনই হলো না। শুধুমাত্র বোর্ড অব কন্ট্রোলের (Board of control) পরিবর্তে একজন ভারত সচিব (secretary of state for India) এবং তাঁহার একটি পরামর্শ সভা (Indian council) নিযুক্ত হলো। পাক-ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন। (Queen's proclamation) এই ঘোষণাপত্রে বলা হলো যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ অধিকারের নীতি বর্জিত হলো। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সমস্ত সন্ধির শর্ত প্রতিপালিত হবে। দেশবাসীর ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না। জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হবে। ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণা ভারতীয় জনগণের জন্য আপাত সান্ত্বনাদায়ক ব্যাপার। কিন্তু বাস্ত বক্ষেত্রে সিপাহী বিপ্লবোত্তর বিশৃঙ্খলা সামলানোই ছিলো এর মুখ্য উদ্দেশ্যে। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে অনেকেই সিপাহী সংগ্রামে শামিল হয়নি। তাই ঘোষণায় তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। উচ্চ সরকারী কার্যে দেশীয় কর্মচারী নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধই ছিলো। ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করার সুযোগ প্রধানতঃ ইউরোপীয়দেরই ছিল। বরং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৭জন ভারতীয় প্রতিযোগী ছিলেন আর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ছিলেন ২জন। এর কারণ ছিলো এই যে, প্রতিযোগীদের বয়স কমিয়ে ২১ বৎসর থেকে ১৯ বৎসরে নিয়ে আসা হয়েছিলো। আর মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ভারতীয় তরুণদের পক্ষে বিলেতে গিয়ে পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করা সহজ ব্যাপার ছিলোনা।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে এই যে, মুসলিম সমাজ ইংরেজী শিক্ষায় এতই পশ্চাৎপদ ছিলো যে পাবলিক সার্ভিস তাদের আওতার বাইরে পড়ে গিয়েছিলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে ভারতীয় পদস্থ অফিসার বড় একটা মিলতোনা। সুতরাং কি সিভিল, কি মিলিটারী সমস্ত দিক থেকেই ইউরোপীয়দের মোটা মোটা বেতন, ভাতা, পেনশন ইত্যাদি এদেশীয় জনগণকে নির্বাহ করতে হতো। এদেশীয় জনগণের শিক্ষিত সমাজের নিকট এর একটা প্রতিক্রিয়া স্বাভা বিক ছিল। তাই তাদের জন্য শাসনব্যাপারে কিছুটা পরামর্শ দেবার সুযোগ সৃষ্টি করা হলো। এরই ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বিধিবদ্ধ হল। এর দ্বারা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বড়লাটের পরিষদে বেসরকারী সদস্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হলো। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পর পর আরো দুটো ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বিধিবদ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

ইয়াকুব আলী মাস্টার (ঝিনাইদহ)

[ইয়াকুব আলী মাস্টার (৮২) একজন একনিষ্ঠ সংগঠক ও প্রবীণ শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলনে'র বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ঝিনাইদহ যেলায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে বাড়ীতে অবস্থান করছেন। আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করুন। আমীন! তাঁর জীবন ঘনিষ্ঠ সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে পত্রস্থ হ'ল- নির্বাহী সম্পাদক]

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্‌র রহমতে ভালো আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পরিবার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আমার জন্ম ১৯৪২ সালে। আমরা আট ভাই-বোন। ১৯৬৭ সালের ১৩ই অক্টোবর আমি বিবাহ করি। ২০০৮ সালের ১৬ই এপ্রিল আমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। আমার এক ছেলে ও দুই মেয়ে সকলেই বিবাহিত।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষা জীবন ও লেখা পড়া কীভাবে শুরু হয়েছিল?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আমার প্রথম পড়াশোনা সাগান্না প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ার কারণে ঝিনাইদহ যেলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হ'তে হয়। নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন চার বন্ধুর খপ্পরে পড়ে চট্টগ্রামে যাই। আড়াই মাস পর ফিরে আসলে, আব্বা বাড়িতে জায়গা দিলেন না। তখন আমার বড় বোনের বাড়ি থেকেই ১৯৬৫ সালে এসএসসি এবং ১৯৬৭ সালে এইচএসসি পাস করি। এই ছিল আমার শিক্ষাজীবন।

তাওহীদের ডাক : আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে বলুন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আমি ১৯৬৭ সালে ২রা সেপ্টেম্বর উত্তর নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে ৬০ টাকা বেতনে চাকুরীতে যোগদান করি। দীর্ঘ ১২ বছর পর ১৯৭৬ সালে প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমার প্রমোশন হলে ঝিনাইদহ সদর থানার বামনআইল গ্রামে পোস্টিং হয়। প্রায় দেড় বছর পর মিউচুয়াল ট্রান্সফারের মাধ্যমে বাড়ীর নিকটে নগরবাতান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসি। এরপর আমার জ্ঞানার্জনের প্রথম বিদ্যাপিঠ সাগান্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পোস্টিং নেই। আর এখানেই আমার এক টানা ২২ বছর কেটেছে। অবশেষে দীর্ঘ ৩৭ বছর ৩ মাস পর ২০০৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর আমার শিক্ষকতা জীবন শেষ হয়। এই ছিল আমার কর্মজীবন।

তাওহীদের ডাক : আপনি কিভাবে আহলেহাদীছ হ'লেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আমার বড় ভগ্নিপতি আহলেহাদীছ ও ভারতের লোক। দেশভাগের পর তারা হলিধানী গ্রামে আসেন। কিন্তু গ্রামে কোন জুম'আ মসজিদ না থাকায় তারা জুম'আর ছালাত পড়তে পাশের গ্রামে যান। সেখানে তারা ছালাতে জোরে আমীন বললে মসজিদের লোকেরা শাস্তি স্বরূপ তাদের দিয়ে মসজিদ ধুয়ে নেয়। আমি ১৯৬৫-৬৭ সালের মধ্যে বেশকিছু দিন তাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনার সুবাদে তাদের সবকিছু ভালো লাগত। তাদের দলীল ভিত্তিক জীবনাচার আমাকে খুবই মুগ্ধ করত।

অতঃপর ১৯৮৮ সালে আমরা কয়েকজন আহলেহাদীছ হই। এক দিন আমাদের গ্রামের মসজিদে জামা'আতে ছালাত পড়া অবস্থায় সেকেন্দার ভাই যখন 'আমীন' বলে তখন পাশ থেকে একজন ছালাতরত অবস্থায় ধমক দিয়ে বলে ওঠে, সেদিন একবার নিষেধ করেছি আজ আবার? এরপর আমাদের কয়েকজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়। ফলে আমরা আলাদা মসজিদ তৈরীর সিদ্ধান্ত নেই। বর্তমানে যেখানে মসজিদ দেখছেন ওইখানে আমরা আখ পাতার ছাউনি ও পাটকাঠির বেড়া দিয়ে প্রথম ছোট্ট একটি মসজিদ স্থাপন করি।

তাওহীদের ডাক : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কোথায় ও কিভাবে?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় যশোর শহরের বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ১৯৮৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর জমঈয়তের মিটিংয়ে। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন জমঈয়তের সভাপতি ড. আব্দুল বারী। এছাড়াও সেক্রেটারী আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি, আবু তাহের বর্ধমানী ও আরো অনেকে। দূর্ভাগ্যক্রমে সেখানে ড. আব্দুল বারী ছাহেব আমীরে জামা'আতের নামে অর্থ কেলেঙ্কারীর অভিযোগ আরোপ করেন। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত যশোরের জনৈক মুরব্বী ও 'যুবসংঘে'র সদস্যরা তার কাছে অভিযোগের প্রমাণ চাইলে ড. বারী ছাহেব তা এড়িয়ে যান ও বৈঠক ভঙ্গ হয়ে যায়। পরে জানলাম, কুয়েতী দাতা সংস্থা কয়েক বছর আগে 'যুবসংঘে'র নাম করে দাওয়াতী কাজে অনুদানস্বরূপ দু'টি হোণ্ডা ও ৭৯,৩৭৬/- টাকা ড. বারী ছাহেবের নিকটে দিয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি সেই টাকা আমীরে জামা'আতের হাতে বুঝিয়ে দেননি। কিন্তু চেকের মুড়িতে 'বুঝে পেলাম' বলে আমীরে জামা'আতের স্বাক্ষর নেন। পরবর্তীতে শুব্বানের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে আমীরে জামাআতের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ চাপানো হয়। এর অংশ হিসাবে ঐ স্বাক্ষরিত মুড়িটিকেও একটি প্রমাণ হিসাবে তিনি দেশের বিভিন্ন যেলায় মসজিদ ভরা লোকদের সামনে সেটি দেখানো এবং হিসাব না

দেয়ার অভিযোগ তুলতে থাকেন। যা কিনা অদ্যবধি অনেকের মুখে প্রচারিত হয়। অথচ তা ছিল নিরেট অসত্য রটনা।

দ্বিতীয় বার দেখা হয়েছিল রাজশাহীতে। ১৯৯১ সালের ঘটনা। একদিন হলিধানীতে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আবুবকরের সাথে দেখা হয়। আমি আবুবকরকে ডেকে বললাম, আমরা তো আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে টিউবওয়েলের পানিও খেতে দিচ্ছে না। আমরা কী করব বল তো দেখি! আবুবকর আমাকে বলল, মামা! আপনি কি আগামীকাল রাজশাহী যেতে পারবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ; যেতে পারব। সে আমার হাতে একটা চিরকুট লিখে দিল। সেটা নিয়ে আমি পরের দিন শাহ মখদুম (বর্তমান মহানন্দা) ট্রেনে রাজশাহীতে গেলাম। আমার সফরসঙ্গী ছিল ষাটবাড়িয়ার রেযাউল্লাহ। তখন ছিল রামাযান মাস। আমরা ছিয়ামরত অবস্থায় আমীরে জামা'আতের সাধুর মোড়ের বাসায় পৌঁছে দেখি তিনি ইফতারের জন্য বসে আছেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে নিয়ে ইফতার করলেন। রাতে আমীরে জামা'আত আমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করলেন রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটের ৩য় তলায় 'যুবসংঘে'র অফিসে। সকালে আমীরে জামা'আত অফিসে এসে আমাদেরকে ১টি টিউবওয়েল বাবদ ৩৫০০/- টাকা দিলেন, যা ছিল ঐ সময় সবচেয়ে মূল্যবান চায়না ফনিক্স সাইকেলের দাম। এছাড়া সংগঠনের কিছু বই দিলেন।

তাওহীদের ডাক : আপনি কখন 'যুবসংঘে'র সাথে যুক্ত হলেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : এটা ছিল ১৯৯১ সালের ঘটনা। এস. এম. আব্দুল বাকী (বোধখানা, যশোর) নামে একজন ব্যক্তি তখন 'যুবসংঘে'র দাঈ হিসাবে ঝিনাইদহ যেলা 'যুবসংঘে'র প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতেন। তিনি একদিন আমাদের মসজিদে এসে পশ্চিম লক্ষ্মীপুরে 'যুবসংঘে'র মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়ে গেলেন। আমি ও তৎকালীন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আবুবকরের ছোট ভাই আব্দুস সাত্তার দু'জনে সেখানে গেলাম। যেয়ে দেখি 'যুবসংঘে'র কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে সভাপতি মনোনয়নের জন্য সকলের মতামত নেওয়া হচ্ছে। আমার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলে আমি আব্দুস সাত্তারের বিষয়ে পরামর্শ দিলাম। কেননা সে খুবই সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারত। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার পরামর্শটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। আর আমি কোন প্রকার দায়িত্ব নিতে না চাইলেও আমাকে 'যুবসংঘে'র সেক্রেটারী হিসাবে মনোনীত করা হ'ল। আর এভাবেই 'যুবসংঘে'র সাথে আমার পথচলা শুরু হয়।

তাওহীদের ডাক : ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল বুধবার সাভারের ৯ তলা রানা প্লাজা ধ্বসের ২দিন পর ২৬ এপ্রিল শুক্রবার জুম'আর খুৎবা শেষে আমীরে জামা'আত নিহত ১১৩২ জন এবং আহত ও পঙ্গু আড়াই হাযারের অধিক শ্রমিকের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান এবং সোমবার তিনি নিজে রাজশাহী থেকে মাইক্রো নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান। রাস্তায় চলা অবস্থায় মোবাইলে সর্বপ্রথম আপনার পাঠানো ৩০০০/- টাকা আসে। এরপর থেকে ঘটনা স্থলে পৌঁছা পর্যন্ত ২,৪৩,০০০/- জমা হয়ে যায়। আমীরে জামা'আত আপনার এই দ্রুত সাড়া দানের কথা প্রায়ই বলেন। বিষয়টি আপনার স্মরণ আছে কি?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : *নেটে* আমীরে জামা'আতের খুৎবার মাধ্যমে নির্দেশ পেয়েই মোবাইলে টাকা পাঠিয়েছিলাম এটুকুই কেবল মনে পড়ে। আর আমীরের আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করাই ছিল আমার নীতি।

তাওহীদের ডাক : আপনি একসময় খুব বই পড়তেন। তন্মধ্যে কোন বইটি আপনার সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আমি অনেক ধর্মীয় বই পড়েছি। এর মধ্যে আমার কাছে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লেখা 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছে। মাসিক সম্মেলনে 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি প্রকাশের পর প্রবীণ সংগঠক হিসাবে আমীরে জামা'আত সিল ও স্বাক্ষর সহ আমাকে এক কপি উপহার দিয়েছিলেন। সেদিন আমার এত আনন্দ লেগেছিল যে, আমার চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়েছিল।

আমি মনে করি যে, আমীরে জামা'আতের বহু কর্মের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থটিই শ্রেষ্ঠ কর্ম। কেননা আমি রাসূলের জীবনী সম্পর্কে অনেকগুলি বই পড়েছি। যেমন 'সীরাত ইবনে হিশাম', 'আর-রাহীকুল মাখতূম', 'মোস্তফা চরিত' অন্যতম। যেগুলোর মধ্যে জাল, যঈফ, বানোয়াট ও কিছু অতিরঞ্জিত কথাও রয়েছে। সেগুলো আমীরে জামা'আত তুলে ধরেছেন। 'তাওহীদের ডাক'-এর পাঠকদের 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি পড়ার অনুরোধ রইল।

তাওহীদের ডাক : ২০০৫ সালে আমীরে জামাআতের গ্রেফতারকালীন সময়ে আপনাকে কোন বিপদের সম্মুখিন হতে হয়েছিল?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : হ্যাঁ। সেই সময় স্থানীয়ভাবে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে ২০০৫ সালের ১৮ই আগস্টের ঘটনাটা একটু কঠিনই ছিল। 'তাওহীদ ট্রাস্ট'-এর পক্ষ থেকে একজন ভদ্রলোক ঝিনাইদহ যেলায় টিউবওয়েল দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। তার আগের দিন বর্তমান মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি তরীকুয্যামান ভাই আমাকে ফোন দিয়ে বিষয়টি অবহিত করেছিলেন। আমি সকালে তাঁকে আসুরহাট, কালীগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরের অনেকগুলি মসজিদ দেখাই।

অতঃপর সন্ধ্যায় ফেরার পথে 'যুবসংঘের' বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলনদের বাড়ির সামনের মোড়ে কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তাদের একজন আমাকে বলল, মাস্টার ছাহেব! দাঁড়ান। এদিকে যাবেন না। আমি বললাম, কেন? সে বলল, নযরুল ইসলাম, রঈসুদ্দীন আর আপনাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর চাচাতো ভাই আব্দুস সাত্তারও ফোনে একই কথা জানালো। তখনও আমার সাথে সেই ভদ্রলোক ছিল। তাকে বাসে তুলে দিয়ে রাত্রে বাড়িতে ফিরলাম। সেই রাতেই র‍্যাব আমার বাড়িতে এসে আস্তে আস্তে ডাকছে, মাস্টার ছাহেব বাড়িতে আছেন?

তখন রাত প্রায় বারোটা। আমি লাইট জ্বালালে ওরা নিষেধ করে বলল, লাইট জ্বালাবেন না। স্যার আপনাকে যেতে বলেছে কিছু কথা শোনার জন্য। তারা সাথে যে মাইক্রো নিয়ে এসেছিলেন সেই মাইক্রোর পেছনের ছিটের ডানদিকে আমাকে বসালেন এবং আমার বামদিকে সিরাজগঞ্জের একজন আগে থেকেই বসা ছিল।

মাইক্রোর মধ্যে একজন আমাকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ছবি দেখিয়ে বলল, এই ব্যক্তিকে চেনেন? আমি বললাম, উনি আমাদের আমীর। এরপর আমাকে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এরপর বিভিন্ন কথা বলতে বলতে তারা বলল, আপনি আমাদের চেনেন? আমি বললাম, হয়তো আপনারা পুলিশের লোক হবেন। তারা বলল, না; আমরা র‍্যাবের লোক। আমার শুনে সামান্য পরিমাণও ভয় হয়নি। সেদিন রাত্রে আমার ছেলে বাড়িতে না থাকায় সকালে বাড়ী এসে শুনে যে, আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। তখনই এলাকার বকুল মেম্বারকে সাথে নিয়ে আমাকে খুঁজতে বের হয়। প্রথমে ডাকবাংলা ফাঁড়িতে গেলে তারা বলে, তোমার আব্বুকে তো আমরা নিয়ে আসিনি। তারপরে থানায় গিয়ে দেখল সেখানেও নেই।

এদিকে আমাকে চুয়াডাঙ্গা র‍্যাব অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যাওয়ার পর দেখি সবাই ক্যারাম খেলছে। তারা আমাদেরকে বলল, আপনারা চাইলে টিভি দেখতে পারেন। আর ঐ দিকে পানি, জায়নামায ও ছালাতের স্থান আছে। চাইলে ছালাত পড়তে পারেন। আমরা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়ে রাত পার করলাম। সকালে একজন অফিসার এসে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করল। তিনি চলে গেলে আরেকজন এসে আগের লোক যা যা জিজ্ঞেস করেছিল ঠিক তাই তাই জিজ্ঞেস করল। সবকিছু শুনে বলল, আপনার অভিভাবক কে? আমি বললাম, আমার ছেলে। তারা বলল, মাস্টার ছাহেব! আপনার ছেলের মোবাইল নম্বর দেন। তখন আমি আমার ছেলের নম্বর দিলে তারা আমার ছেলের কাছে ফোন দিয়ে বলল, আপনার বাবা আমাদের কাছে আছে। এসে নিয়ে যান। তখন আমার ছেলে বেলা বারোটার দিকে সেখান থেকে আমাকে নিয়ে আসে।

তাওহীদের ডাক : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার উল্লেখ্যযোগ্য কোন স্মৃতি মনে পড়ে কি?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আমীরে জামা'আতের সাথে আমার বহু স্মরণীয় বিষয় আছে এর মধ্যে হ'ল :

১. একবার আমরা সারা দেশ থেকে 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় মানোন্নয়ন পরীক্ষায় ৪২ জনের মধ্যে ২২ জন লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছিলাম। আমীরে জামা'আত ২২ জনের ভাইভা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে চারজন কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য (১) অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর) (১) ছফীউল্লাহ (কুমিল্লা) (৩) আবুল কালাম (রাজবাড়ী) এবং (৪) ঝিনাইদহ থেকে আমি। আমাকে ডাকা হ'লে আমি গিয়ে আমীরে জামা'আতের সামনে বসি। টেবিলের উপর একটা গ্লাসের মধ্যে পাঁচটি কাগজ ছিল। তার মধ্যে থেকে আমাকে একটা কাগজের টুকরা তুলে তাতে লেখা বিষয়ের উপরে পাঁচ মিনিট আলোচনা করতে বললেন। আমার আলোচনার বিষয় ছিল সংগঠনের 'পাঁচটি মূলনীতি'। এরপর আমাকে ১০টি আয়াত ও ১০টি হাদীছ জিজ্ঞেস করেন। এছাড়াও আরো অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। আমীরে জামা'আত বললেন, মৌখিক পরীক্ষায় আপনি সবচেয়ে বেশী নম্বর পেলেন।

২. ১৯৯৫ সালের দিকে আমীরে জামা'আত চোরকোল দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। মসজিদটি ইতিপূর্বে আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আমীরে জামা'আত সেটি তাওহীদ ট্রাস্টের মাধ্যমে পাকা করে দেন। আমীরে জামা'আতের সাথে সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর) ছিলেন। সেসময় কাঁচা রাস্তা অনেক উঁচু-নিচু ছিল।

চোরকোলে এক বাড়ীতে শোওয়ার সময় দেখলাম সেখানে কোন বালিশ নেই। তখন আমীরে জামা'আত খালি মাদুরের উপর তাঁর ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। সিরাজ ভাইও একইভাবে শুয়ে পড়েন। সে বাড়ীতে কোন টয়লেট ছিল না। ফলে পার্শ্ববর্তী আখের ক্ষেতে টয়লেট করতে হয়।

সকালে আমরা সেখান থেকে ভ্যান ঠেলে তাঁকে ৬/৭ মাইল দূরে ডাকবাংলা বাস স্টপেজে নিয়ে যাই। অতঃপর তিনি সেখান থেকে রাজশাহী চলে যান।

৩. আমরা রাজশাহীতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেলে ফজরের ছালাতের পরে আমীরে জামা'আতের সাথে প্রায় দেড়/দু'মাইল রাস্তা হাঁটতে যেতাম। আমীরে জামা'আত এতো জোরে হাঁটতেন যে, আমরা তাঁর সাথে হেঁটে পারতাম না। তখন আমীরে জামা'আত আমাদের সাথে অনেক উপদেশের কথা বলতেন।

৪. একবার আমীরে জামা'আত ঝিনাইদহে কর্মী সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিবিরে এলেন। তখন এখানকার ইউএনও ছিলেন তাঁর নাতনী জামাই। তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দেন এবং আমীরে জামা'আত তার বাসায় যান। আমরা ভাবলাম তিনি ওখানেই থাকবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি ফিরে আসেন এবং হলিধানীতে আব্দুস সাত্তারের বাসায় খুঁটির চালের নীচে মাটির ঘরে কর্মীদের সাথে রাত কাটালেন। তাঁর এই মিশুক স্বভাব কর্মীদের সাথে সাথে আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে।

তাওহীদের ডাক : বর্তমানে কিছু আলেম বলেন সংগঠন করা যাবে না। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : প্রথমত বলব যে, এই কথা যারা বলছেন তারা নিজেরাই একেকটি সংগঠন। বরং একেকটি গ্রুপের নেতা। অথবা কোন না কোন সংগঠনের সাথে জড়িত। বর্তমান সময়টা সাংগঠনিক যুগ। প্রত্যেকটা সেক্টরে যে কোন কাজই মানুষ করে যাচ্ছে সংগঠনের মাধ্যমে। আপনি কি তাহ'লে এদের সামনে একাকী দাঁড়াবেন নাকি সংঘবদ্ধভাবে? দেখুন! বাংলাদেশে অন্য কোন আলেম এই কথা বলেন না। বরং আমাদের সাথে যারা ছিল, তারাই মূলত একথা বলে। এতে বুঝা যায় যে, তারা সংগঠন করত শুধু

স্বার্থের জন্য। ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ায় এখন তারা বলছে সংগঠন করা যাবে না। অথচ তাদেরকেই আবার দেখা যায় বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে গিয়ে কথা বলতে।

'যুবসংঘে'র সাবেক একজন সভাপতি, যিনি একবার আমাদের যেলাতে প্রোগ্রামে এসেছিলেন। তাকে ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ মসজিদে একজন প্রশ্ন করেছিল যে, 'শোনা যাচ্ছে আপনারা বলেন, সংগঠন করা যাবে না? তখন তিনি রাগতস্বরে বলেছিলেন, কে বলে এই কথা? আমি তার টুঁটি ছিড়ে ফেলব'। কিন্তু তিনি এখন কোথায়? যিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন। তার সামনে কি তিনি এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন?

তাওহীদের ডাক : বর্তমান সময়ে আমরা অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজে দাওয়াতী কাজ করে থাকি। নব্বইয়ের দশকে আপনারা এই কাজ কীভাবে করতেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : আমি কর্মীদের নিকট গিয়ে একবার মাসিক মিটিং সম্পর্কে জানিয়ে দিতাম। তখন আমাদের যারা সক্রিয় কর্মী ছিল, তারা ঝড়-বৃষ্টি যা-ই হোক চলে আসত। তাঁরা কখনও অজুহাত দাঁড় করতো না যে, আমার এই সমস্যা, ঐ সমস্যা। আগে কেন্দ্র থেকে চিঠি ডাকের মাধ্যমে আসত। দেখা যেত, সেগুলো পৌঁছাতে ১০ থেকে ১৫ দিন বা ২০ দিনও লেগে যেত। ফলে যরূরী কথা বলার জন্য আমার বাড়ি থেকে ৬/৭ কিলোমিটার দূরে ডাকবাংলা বাজারে গিয়ে টেলিফোনের মাধ্যমে মাঝে-মধ্যে কথা বলতাম।

বিভিন্ন মিটিংয়ের জন্য বা সফরের জন্য আমি সচরাচর সাইকেলে যাতায়াত করতাম। এজন্য আমি সব সময় সাইকেল একেবারে টনটনে মযবুত করে রাখতাম। সফরকালীন সময়ে আমার সাইকেল সহজে নষ্ট হ'তে দিতাম না। চলার সময় সাইকেলের টায়ার মাটিতে বসতে দিতাম না। কারণ, যখন সাইকেলের টায়ার বসে যাবে, তখনই কাটা ফুটে যাবে। আর যদি শক্ত থাকে, তাহ'লে ছোট কাটা ভেঙ্গে মাটিতে ঢুকে যাবে। সাইকেলের টায়ারে কিছু হবে না। আগে খুলনা থেকে রাজশাহী একমাত্র মহানন্দা ট্রেন চলত। এখনকার মত এত ধরনের ট্রেন ছিল না। যাতায়াত সব ওটাতেই করতে হ'ত। কোন মেহমান কেন্দ্র থেকে আসলে আমরা তাঁকে রিসিভ করার জন্য মাইক্রো রিজার্ভ করে চুয়াডাঙ্গায় চলে যেতাম। কোনদিন ট্রেন লেট হলে আমাদের অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হ'ত।

তাওহীদের ডাক : অনগ্রসর কর্মীদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি কিছু বলতেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : যারা সাংগঠনিক কাজে অনীহা প্রকাশ করে তারা হ'ল ভীরু, কাপুরুষ। যিনি আহলেহাদীছ, তিনি অবশ্যই সক্রিয়ভাবে সংগঠন করবেন। এটা হবে তার পরকালের মুক্তির সোপান। আমি যদি আহলেহাদীছ হয়ে বসে থাকি, তাহ'লে মাযহাবীদের কাছে কে দাওয়াত পৌঁছাবে? এই কাজে যুবকদের বেশি অগ্রগামী হওয়া উচিত। অবশ্যই দাওয়াতের আগে ইল্ম অর্জন করা আবশ্যক। যে বিষয়ে সে দাওয়াত দিবে, সেই বিষয়ে লেখাপড়া করবে এবং আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিবে। একটাই উপদেশ থাকবে, না শিখে কখনো দাওয়াত দিতে যাবে না। যেখানে একাকী থাকবে, সেখানে সে একাকীভাবে দাওয়াত দিবে এবং যেখানে সংঘবদ্ধ, সেখানে সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত দিবে। আর সর্বত্র একজন নেতা তো থাকবেনই। নেতা না থাকলে আমার কাজ-কর্ম কে দেখবেন? আর দিকনির্দেশনাই বা কে দিবেন? আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'তোমরা সংঘবদ্ধ থাক, বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সংঘবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত আর বিচ্ছিন্নতা হ'ল আযাব *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। আর সংঘবদ্ধতার অর্থই নেতৃত্ব ও আনুগত্য।

অতএব আপনারা সবাই সংগঠনের প্রতি অনুগত ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসাবে কাজ করে যাবেন। কখনো দাওয়াতী সফর বন্ধ করবেন না। কর্মীদের এই কথা বলা উচিত নয় যে, 'কেউ যাচ্ছে না, তাই আমিও যাব না'। সুতরাং কেউ যদি সাড়া না দেয়, তাহ'লে একাকী দাওয়াতী সফরে যেতে হবে। আপনারা কেউ সংগঠন থেকে দূরে থাকবেন না। একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবেন।

আমি আরেকটা কথা বলব, এখন যারা নতুন আহলেহাদীছ হচ্ছেন, তারা প্রচুর পরিমাণে বই পড়বেন। বিশেষ করে মুহতারাম আমীরের জামা'আতের লেখা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বইটি। কেননা বিষয়টি যদি আপনি না জানেন, তাহ'লে যে কোন মুহূর্তে আপনি ছিটকে যাবেন। এছাড়াও তাঁর লিখিত থিসিস, 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) অন্যান্য বইগুলি বেশী বেশী পড়ার অনুরোধ রইল। এই সঙ্গে আত-তাহরীকে প্রকাশিত তাঁর অমূল্য সম্পাদকীয় সমূহ।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন?

ইয়াকুব আলী মাস্টার : একটা সংগঠনকে পরিচিত করতে হ'লে মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা বড় একটি ভূমিকা পালন করে। 'তাওহীদের ডাক' 'যুবসংঘ'-এর মুখপত্র ও একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকা। এর বহুল প্রচার কামনা করছি। এটা সংকীর্ণ করে রাখলে হবে না। দ্বি-মাসিক থেকে মাসিক পত্রিকা হিসাবে বের করার জন্য আমার পরামর্শ থাকল। যুবকদের প্রতি একটাই পরামর্শ, তোমরা 'তাওহীদের ডাক' নিয়মিত পড়বে ও অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিবে। কেননা আল্লাহ্র নাযিলকৃত প্রথম শব্দ 'পড়'। দো'আ করি এই পত্রিকা কলমী জিহাদের ক্ষেত্র হিসাবে টিকে থাকুক ক্বিয়ামত পর্যন্ত। পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি হোক। গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হোক।

তাওহীদের ডাক : আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইয়াকুব আলী মাস্টার : তোমাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মত এতো নগণ্য একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। আল্লাহ তোমাদের সবাইকে ভালো রাখুন। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলা মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে হায়াতে ত্বইয়েবা দান করুন।- আমীন!

কুরআনের আলোকে সুশোভিত জীবন

(শেষ কিস্তি)

২৭. সামর্থ্যের মধ্যে পরকালীন কাজ করা : আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের বাইরে কিছুই চাপিয়ে দেন না। বরং প্রত্যেককেই তার সামর্থ্যের মধ্যেই আখেরাতের কাজ করতে বলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا– 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা আখেরাতের গৃহ সন্ধান কর। অবশ্য দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য (অপচয়হীন হালাল) অংশ নিতে ভুলো না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– 'অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

ইসলাম সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে থাকে। যেমন ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি হ'ল হজ্জ। আর এই ইবাদতও শুধুমাত্র সামর্থবানদের উপর ফরয। আল্লাহ বলেন, وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ ফরয করা হ'ল ঐ লোকদের উপর, যাদের এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে-ইমরান ৩/৯৭)*।

২৮. আল্লাহ্র সাহায্য লাভে আশাবাদী থাকা : অনেক সময় আমরা আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ে যাই। এমনকি আমরা তাঁর নিকট দো'আ করতেও ভুলে যাই। অথচ তিনি তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ– 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই যখনই সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে ডাকে এবং আমার উপরে বিশ্বাস রাখে, যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয় *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ– 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(মুমিন ৪০/৬০)*।

২৯. আদিষ্ট বিধানে দৃঢ় থাকা : প্রকৃতার্থে আল্লাহ্র বিধান পালনের মধ্যে প্রশান্তি রয়েছে। এজন্য ইলাহী বিধানকে নিজের জীবনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ– 'অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ সেভাবে দৃঢ় থাক এবং তোমার সাথে যারা (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন' *(হূদ ১১/১১২)*।

উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর আদিষ্ট বিধান পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উপর অবতীর্ণ বিধানের মতই। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতরা তাদের আনীত বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করার কারণে দুনিয়াতেই তারা আল্লাহ্র গযবের সম্মুখীন হয়েছিল। সর্বোপরি শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত বিধান মানলেই কেবল আমরা সুপথ লাভ করতে পারব। আল্লাহ বলেন, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ– 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ আমরা দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও এতে মতভেদ করোনা। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান কর, তা তাদের নিকট ভারী মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে সুপথ প্রদর্শন করেন' *(শূরা ৪২/১৩)*।

আর দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকলেই জান্নাত অর্জিত হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ– 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।

অতঃপর তার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

৩০. অণু পরিমাণ পাপ-পুণ্যের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা : আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতিটি অণু পরিমাণ কর্মও লিপিবদ্ধ করে থাকেন। হোক তা পাপ বা পুণ্য। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ- وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ- 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *যিলযাল ৯/৭-৮)*। তবে আল্লাহ অণু পরিমাণ পাপ-পুণ্যের লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে কারো উপর যুলম করেন না। বরং তিনি ভালো কাজের পুণ্য দ্বিগুণ করে দেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণ যুলুম করেন না। যদি সেটি সৎকর্ম হয়, তাহ'লে তিনি তার ছওয়াব দ্বিগুণ করে দেন। আর আল্লাহ নিজের থেকে মহা পুরস্কার দিয়ে থাকেন' *(নিসা ৪/৪০)*।

সুতরাং ছোট-বড় সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নইলে সেই পাপ গুলোই ক্বিয়ামাতের মাঠে দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا- 'আর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই গণনা করতে ছাড়েনি? আর তারা তাদের সকল কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কারু প্রতি অবিচার করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*।

৩১. অবসরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা : মানুষ সময় থাকতে সময়ের মূল্য বুঝেনা। এজনই আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর অবসর সময় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন,- فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ- وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ- 'অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও'। 'এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও' *(শরহ ৯৪/৭-৮)*।

৩২. ন্যায় বিচার করা : মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির সর্বাধিক নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

সুতরাং যে কোন মূল্যে ন্যায়ের উপর দৃঢ় থাকতে হবে যদিও তা নিজের বিপক্ষে চলে যায়। কেননা আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا- 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

(৩৩) বিপদ থেকে বাঁচতে মন্দকর্ম ত্যাগ করা : পৃথিবীতে অনেক বিপদ-বিপর্যয়ের কারণ হ'ল মানুষের কর্ম। যেমন ওহোদ যুদ্ধের সাময়িক বিপর্যয়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- 'যদি (ওহোদের দিন) তোমাদের উপর বিপদ এসে থাকে, তবে তোমরাও (বদরের দিন তাদের উপর) দ্বিগুণ বিপদ চাপিয়েছিলে। তোমরা বললে, কোত্থেকে এ বিপদ এলো? তুমি বল, এটা তোমাদের পক্ষ থেকেই এসেছে (তীরন্দাযদের অবাধ্যতার কারণে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী' *(আলে-ইমরান ৩/১৬৫)*।

সুতরাং মানুষের প্রত্যেকটি অকল্যাণের জন্য তার মন্দ কর্মই দায়ী। আল্লাহ বলেন, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا- 'তোমার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। আর যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার (কর্মের) ফলে হয়। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানবজাতির জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি। আর (এজন্য) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট' *(নিসা ৪/৭৯)*। তিনি আরও বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْ النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ– ‘মানুষের কৃতকর্মের ফলে স্থলে ও জলে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কিছু কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে’ *(রূম ৩০/৪১)*।

(৩৪) শপথ পূর্ণ করা : ব্যক্তিজীবনকে সুশোভিত করতে হ’লে সার্বিক জীবনে শপথ পূর্ণ করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য। কিন্তু পাকড়াও করবেন যেগুলি তোমরা দৃঢ় সংকল্পের সাথে কর। এরূপ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ’ল, দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করা যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাইয়ে থাক অথবা অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান করা অথবা একটি ক্রীতদাস (বা দাসী) মুক্ত করা। অতঃপর যে ব্যক্তি এতে সক্ষম হবে না, সে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে। এটাই তোমাদের শপথ সমূহের কাফফারা যখন তোমরা তা করবে। তোমরা তোমাদের শপথ সমূহ রক্ষা কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তার আয়াতসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

(৩৫) হৃদয়ের কার্পণ্য দূর করা : হৃদয়ে কার্পণ্য থাকলে কখনোই সুশোভিত জীবন গঠন করা সম্ভব নয়। কৃপণ হৃদয় কখনো জীবনের আসল সৌন্দর্যই উপভোগ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– ‘আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ’তে মুক্ত, তারাই সফলকাম’ *(হাশর ৫৯/৯)*। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– ‘অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

(৩৬) রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা : সর্বশেষ নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মান্য করা সকল ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। অন্যথায় রয়েছে পরকালীন শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা’ *(হাশর ৫৯/৭)*। আর এর দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে’ *(নিসা ৪/৮০)*।

(৩৭) মন্দকে দূরীভূত করতে ভাল কাজ করা : কখনও যদি মন্দ কাজ হয়ে যায় সেই মন্দকে দূরীভূত করার জন্য ভালো কাজ করতে হবে। কেননা সেই ভালো কাজই মন্দকে মিটিয়ে দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ– ‘আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে। আর এটি (কুরআন) হ’ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য (সর্বোত্তম) উপদেশ’ *(হূদ ১১/১১৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا– ‘তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’ *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

(৩৮) সুপথ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসী হওয়া : সর্বাস্থায় আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। আর এতেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপথ অর্জন হবে। আল্লাহ বলেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ– ‘কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ’ *(তাগাবুন ৬৪/১১)*।

উপসংহার : নিশ্চয়ই এই কুরআন ইহ ও পরকালীন উত্তম জীবনের পথ-প্রদর্শক। আর কুরীআনী জীবন খুবই মাধুর্যপূর্ণ ও সরল। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয় যা সবচেয়ে সরল’ *(ইসরা ১৭/৯)*। তাই কুরআনী জীবন গঠন করলে আমাদের ইহ ও পরকালীন জীবন সুশোভিত হবে ইনশাআল্লাহ।

[লেখক : কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

ব্যক্তিস্বার্থ, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি

-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর

ভূমিকা : ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব হ'ল অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির আরেক রূপ। কারও মধ্যে কম অথবা বেশী এই মন্দ গুণগুলি বিদ্যমান। মূলকথা হ'ল- ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, যোগ্য-অযোগ্য যাচাই-বাছাই না করে অন্ধভাবে নিজেকে, আত্মীয়দের অথবা কোন স্বপক্ষের কাউকে প্রাধান্য দেওয়াটা এক ধরনের অপরাধ। রাজনীতি-প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে এই মন্দগুণ। যা ধ্বংস করে দিচ্ছে ন্যায়নীতি, ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতার আদর্শকে। বর্তমান অবস্থা এমন যে, সপক্ষের লোক যতই অন্যায় বা দুর্নীতি করুক, বিভিন্ন দিক থেকে অন্যায়ভাবে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে মুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে শুধু নিজের পক্ষপাতিত্বকে ঠিক রাখার জন্য অন্যের ওপর যুলুম-নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। জাহেলী যুগে ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বিবেচনা না করে শুধু নিজ গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের মনোভাব নিয়ে আরবগণ বছরের পর বছর এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে হত্যাযজ্ঞ, মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকত। যা আমাদের সমাজেও কমবেশী বিদ্যমান।

ব্যক্তিস্বার্থ : কোন কাজে নিজের দিকটাকে সর্বদাকে অগ্রাধিকার দেওয়াকে ব্যক্তিস্বার্থ বা Selfishness বলে। ব্যক্তিস্বার্থ একটি মন্দ গুণ। এই মন্দ গুণের দেখা মিলে স্বার্থ কেন্দ্রিক কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। ফলে কোন প্রতিষ্ঠান, অফিস বা পরিবারে কারও ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত লাগলে, তখনই তার আসল রূপ ফুটে উঠে, আর তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে যা যা করা দরকার তা করে থাকে।

ব্যক্তিস্বার্থ বনাম ইসলাম : ইসলাম হ'ল মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ফলে ইসলাম ব্যক্তিস্বার্থ কখনও মূখ্য নয়; বরং ইসলামের উত্তম একটি দৃষ্টান্ত হ'ল স্বার্থত্যাগ করা। ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহান কিছু অর্জন করা যায়; যা স্বার্থপরতায় সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, সত্য কথা বল যদিও তা তিতা হয়'।[১]

ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ছাহাবীদের দৃষ্টান্ত : (১) আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আসি, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার এবং সা'দ ইবনু রাবী' (রাঃ) এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। পরে সা'দ ইবনু রাবী' বললেন, আমি আনছারদের মধ্যে অধিক ধন-সম্পত্তির অধিকারী। আমার অর্ধেক সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি এবং আমার উভয় স্ত্রীকে দেখে যাকে তোমার পছন্দ হয়, বল আমি তাকে তোমার জন্য পরিত্যাগ করব। যখন সে ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন তুমি তাকে বিবাহ করে নিবে। আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন, এসব আমার কোন প্রয়োজন নেই। বরং (আপনি বলুন) ব্যবসা বাণিজ্য করার মতো কোন বাজার আছে কি? তিনি বললেন, কায়নুকার বাজার আছে...।[২]

(২) যুদ্ধের সময় হুযায়ফা (রাঃ) আহতদের মধ্যে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে থাকেন। তার সাথে ছিল সামান্য পানি। হুযায়ফার চাচাতো ভাইয়ের শরীর দিয়ে অবিরত ধারায় রক্ত ঝরছিল। তার অবস্থা ছিল আশংকাজনক। হুযায়ফা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? সে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করল। আহত সৈন্যটি হুযায়ফার কাছ থেকে পানি পান করার জন্য পাত্র হাতে নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের আর্তনাদ শুনে তিনি আগে তাকে পানি পান করানোর জন্য হুযায়ফাকে ইঙ্গিত দিলেন। অতঃপর হুযায়ফা তার নিকট গিয়ে তার হাতে পানির পাত্র দিলে তিনি পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পাশ থেকে অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনতে পেলেন। তখন তিনি পানি পান না করে হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিয়ো।

হুযায়ফা আহত সৈন্যটির কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি মারা গেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে এসে দেখলেন, তিনিও মারা গেছেন। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে আসলে দেখেন তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। পানির পাত্রটি তখনও হুযায়ফার হাতে। এতটুকু পানি। অথচ তা পান করার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিপাসা মিটাবার জন্য এতই পাগলপারা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেননি। অথচ সবারই প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত।[৩]

১. আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৬।

২. বুখারী হা/২০৪৮।

৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৮-১১ প্রভৃতি দ্র.।

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসল। তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কে আছ যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন এক আনছার ছাহাবী [আবু ত্বালহা (রাঃ)] বললেন, আমি। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনছার বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর, বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। সে বাতি জ্বালাল, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়াল এবং সামান্য খাবার যা তৈরি ছিল তা উপস্থিত করল। বাতি ঠিক করার বাহানা করে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মত শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝাতে লাগলেন যে, তারাও সঙ্গে খাচ্ছেন। তারা উভয়েই সারা রাত অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। ভোরে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কান্ড দেখে হেসে দিয়েছেন অথবা বলেছেন খুশী হয়েছেন এবং এ আয়াত নাযিল করেছেন। 'আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুত যারা নিজেদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে বাঁচাতে পেরেছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।[৪]

স্বজনপ্রীতি : সামাজিক অঙ্গনে স্বজনপ্রীতিও একটি মন্দ দিক। যা আত্মীয়দের অন্যায়ভাবে অগ্রাধিকার দেওয়াকে Nepotism বা স্বজনপ্রীতি বলে। স্বজনপ্রীতি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ এসেছে, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের বলেছেন, إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا– 'আমার পরে তোমরা অবশ্যই স্বজনপ্রীতিকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করবে। এবং এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না'।[৫]

পক্ষপাতিত্ব : স্বপক্ষের কাউকে প্রাধান্য দেওয়াকে পক্ষপাতিত্ব বা Favoritism বলে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(মায়েদা ৫/৮)*।

উসায়েদ ইবনু হুযায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত জনৈক আনছার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করল এবং বলল আপনি ওমুককে যেভাবে কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন, সেভাবে আমাকেও কি কর্মচারী নিয়োগ করবেন না? তখন তিনি বললেন, إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ– 'আমার পরে তোমরা অনেক পক্ষপাতিত্ব দেখবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা হাউয (কাওছার)-এবং আমার সাথে মিলিত হও'।[৬]

স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপতিত্বের রোষানলে পতিত হ'লে করণীয় :

এমতাবস্থায় সাধ্যমত ধৈর্যধারণ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) সর্বদা ক্ষমতাসীনদের অন্যায়ের ব্যাপারে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন, যাতে করে ফিৎনার বিস্তার বৃদ্ধি না পায়। যেমন জুনাদাহ ইবনু আবু ওমাইয়া (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ওবাদাহ ইবন ছামিত (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিন। আপনি আমাদের এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করুন, যদ্দারা আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন এবং যা আপনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, আমাদের থেকে যে ওয়াদা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ– 'আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণরূপে শোনা ও মানার উপর বায়'আত করলাম। আরও (বায়'আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ঝগড়া করব না। অতঃপর তিনি বললেন, কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহ'লে ভিন্ন কথা'।[৭]

ওয়ায়েল হাযরামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'সালামাহ ইবনু ইয়াযীদ আল জুফী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে; কিন্তু আমাদের হক তারা দেয়না (পক্ষপাতিত্ব করে)। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন। আবার তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে

৪. বুখারী হা/৩৭৯৮; মুসলিম হা/২০৫৪।
৫. বুখারী হা/৭০৫২; তিরমিযী হা/২১৯০।
৬. মুসলিম হা/৪৬৭৩; তিরমিযী হা/২১৮৯।
৭. বুখারী হা/৭০৫৬।

প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশআস ইবনু কায়স (রাঃ) তাকে টেনে নিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা শুনবে ও মানবে। কেননা তাদের দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর এবং তোমাদের দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে'।[৮]

পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির পরিণতি :

ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন (بَابٌ فِي الْعَصَبِيَّةِ) দলপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব। এরপর তিনি একটি হাদীছ নিয়ে এসেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رُدِّيَ، فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ– 'যে ব্যক্তি তার কওমের লোকদেরকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করে, সে ঐ উটের মত, যেটিকে গর্তে পড়ার পর তার লেজ ধরে টানা হচ্ছে'।[৯] অর্থাৎ লেজ ধরে টেনে উটকে উদ্ধার করা যেমন সম্ভব নয়, ঐরূপ ব্যক্তিকে তেমন জাহান্নাম থেকে বাঁচানোও কঠিন।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মাখযূম গোত্রের এক নারী চোরের ঘটনা কুরায়শের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়তম উসামা বিন যায়েদ এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। উসামা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে কথা বললেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন কারিণীর সাজা মওকুফের সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি খুৎবায় দাঁড়িয়ে বললেন, إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ– تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا– 'তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোন সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ জারি করত। আল্লাহ্র কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহ'লে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।[১০]

পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির কুফল :

স্বজনপ্রীতির কারণে যোগ্য ব্যক্তি থাকতেও অযোগ্য লোকেরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) লোকেদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে প্রশ্ন করল, ক্বিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি (ছাঃ) বললেন, আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন ক্বিয়ামতের প্রতীক্ষা কর। লোকটি প্রশ্ন করল, তা কিভাবে নষ্ট করা হবে? তিনি (ছাঃ) বললেন, কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন ক্বিয়ামতের প্রতীক্ষা কর'।[১১]

স্বার্থবাদিতার ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে পরিত্রানের উপায় :

১. অন্তরের কার্পণ্য দূর করা : মানুষ স্বভাবতই ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি দ্বারা প্রভাবিত হবে। আল্লাহ বলেন, وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ– 'অন্তর সমূহে লোভ (ব্যক্তিস্বার্থ) বিদ্যমান থাকে (যা পরস্পরকে সন্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে)' *(নিসা ৪/১২৮)*। যদিও মানুষের মধ্যে এসব বদগুণ বিদ্যমান থাকবেই, তথাপিও নিজেকে হেফাযত করার জন্য প্রয়োজন এসব বদগুণসমূহকে সাধ্যমত প্রশ্রয় না দেওয়া। তাহ'লেই আমরা সফলকাম হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য (ব্যক্তিস্বার্থ) হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ

شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য (ব্যক্তিস্বার্থ) থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

২. অযোগ্যদের সুযোগ না দেওয়া : যারা উপযুক্ত নয় তাদেরকে সুযোগ না দেওয়া। কেননা যখন নবী নূহ (আঃ) তার পাপী সন্তানের বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করলে

৮. মুসলিম হা/৪৬৭৬, ৪৬৭৭।
৯. আবুদাউদ হা/৫১১৭।
১০. বুখারী হা/৩৪৭৫।
১১. বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯।

আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অসৎ কর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ে আবেদন করো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(হূদ ১১/৪৬)*।

৩. আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা : কখনও কোন পদক্ষেপ ভুল হ'লে তা থেকে তওবার মাধ্যমে ফিরে আসা আবশ্যক, যেমনটি নূহ (আঃ) করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে, যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(হূদ ১১/৪৭)*।

৪. যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া : আদী ইবনে আমীরাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর সে আমাদের কাছে সূঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিংবা কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। ক্বিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হবে। এ কথা শুনে আনছারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন আমি তাকে (এখন) দেখছি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন) তা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন'। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যেন অল্পবেশী (সমস্ত মাল) আমার কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তা হ'তে তাকে যতটা দেওয়া হবে, সেটাই সে গ্রহণ করবে এবং যা হ'তে তাকে বিরত রাখা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে'।[১২]

৫. পরকালীন স্বার্থে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা : যদি কেউ স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের কারণে কোন অন্যায় করে, তাহ'লে তাকে ক্বিয়ামতের দিন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে। হাদীছে এসেছে, আনাস বিন মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَنْ مَا اسْتَرْعَاهُ حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟– 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রক্ষককে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে এবং প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবককে তার তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যথার্থই কি তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে, নাকি অবহেলা হেতু তা নষ্ট করেছে?[১৩]

১২. মুসলিম হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/৩৭৫২।
১৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৪৯৩; ছহীহাহ হা/১৬৩৬।

৬. দায়িত্বের খেয়ানত না করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মনে রেখ তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার প্রজাদের উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের উপরে দায়িত্বশীল। সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল। সে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ– 'কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হ'ল এ হালতে যে, সে ছিল খেয়ানাতকারী, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন'।[১৫]

উপসংহার :

বর্তমান যুগ স্বার্থপরতার যুগ। ব্যক্তিস্বার্থ, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব যেন সর্বত্র অনুপ্রবেশ করেছে। এ কারণে যোগ্য ব্যক্তিরা তাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের কারণে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে অন্তরের এই ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

১৪. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।
১৫. বুখারী হা/৭১৫১ 'জনগণের নেতৃত্ব পাওয়ার পর তাদের কল্যাণ কামনা করা' অনুচ্ছেদ-৮।

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

রাহবারে উম্মাহ

-সারোয়ার মেছবাহ

উপস্থাপনা : রাহবার শব্দটি ফারসী। অর্থ পথপ্রদর্শক। সুতরাং রাহবারে উম্মাহ এমন সকল ব্যক্তিদের বলা হয় যারা পথভোলা উম্মাহকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এই মহান দায়িত্বটি পৃথিবীর শুরু থেকেই নবী-রাসূলগণ আঞ্জাম দিয়েছেন। মানবজাতিকে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রাসূল দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন *(নাহল ১৬/৩৬)*। তাঁদের সর্বশেষ হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) শুষ্ক মরুর বুকে প্রেরিত হয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩৫৯৫)*। সেখান থেকে সারা দুনিয়ায় হেদায়াতের আলো বিচ্ছুরিত করেছেন। তাঁর মাধ্যমেই সমগ্র মানবজাতি মিথ্যার কলুষতা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) দুনিয়া ছেড়ে রবের সান্নিধ্য গ্রহণের প্রায় দেড় হাযার বছর হ'তে চলল। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই উম্মাহ্র ওলামায়ে কেরাম। তাঁরাই এখন উম্মাহ্র রাহবার। শুধু পথভোলা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার মধ্যেই সেটা সীমাবদ্ধ নয় বরং তাগুতের কফিনে পেরেক বিদ্ধ করার দায়িত্বও তাঁদেরই। কারণ, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) নিজে একটি লাঠি হাতে কাবা গৃহে প্রবেশ করে পাঠ করলেন,وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 'আর বল সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েই থাকে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮১)*। অতঃপর কা'বা গৃহে রক্ষিত মূর্তিসমূহের গায়ে হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করেন *(বুখারী হা/৪৭২৯)*। সেদিন তাঁর সাথে দশ হাযার ছাহাবী উপস্থিত ছিলেন।[১] রাসূল (ছাঃ) চাইলেই তাঁদেরকে বায়তুল্লাহ্র মূর্তিগুলি সরিয়ে ফেলার আদেশ দিতে পারতেন। তবে তিনি এমনটা করেননি। বরং সেদিন তিনি নিজ হাতেই বায়তুল্লাহ পবিত্র করেছেন। তাঁর এ কাজ থেকে আমরা এই বার্তাই পেয়েছি যে, যদি আবার আল্লাহ্র ঘর মূর্তিতে কলুষিত হয়, তবে তা ভেঙ্গে ফেলার গুরুদায়িত্ব নবীর ওয়ারিছ ওলামায়ে কেরামের।

আলেম কে?

যখন খুব ছোট ছিলাম তখন ভাবতাম, যিনি যতবড় আলেম তিনি তত লম্বা পাঞ্জাবি পরেন। যেমন বিভিন্ন সেক্টরে নিচের পদের তুলনায় ওপরের পদের ইউনিফর্মে বেশী লেভেল দেখা যায়, তেমনই যিনি শুধু টুপি পরেন, তিনি একটু ছোট আলেম, যিনি পাগড়ি পরেন, তিনি তুলনামূলক বড় আলেম। যিনি পাগড়ির ওপরে রুমালও পরেন তিনি আরো বড় আলেম। আর যিনি এগুলোর পাশাপাশি জুব্বার ওপরে আলখেল্লা পরেন তিনি তো আল্লামাতুদ দাহর! এ ধারণা আমার অনেক দিন বিদ্যমান ছিল। এরপরে যখন মাদ্রাসায় ভর্তি হলাম তখন দেখলাম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় আলেমগণের পোশাক সাদাসিধে হয়। বুঝলাম, যখন মানুষের দেখানোর মত, গর্ব করার মত, সম্মান অর্জনের মত আর কিছুই থাকেনা তখন মানুষ পোশাক দেখায় এবং পোশাকের মাধ্যমে সম্মান অর্জনের চেষ্টা করে। তবে আশ্চর্যজনক হ'ল, তারা এক্ষেত্রে বারো আনাই সফল!

পরবর্তীতে জানলাম, আলেম তিনিই যার কুরআন ও হাদীছের ইলম রয়েছে। এরপর থেকে সন্ধানী চোখে খুঁজে বেড়াতাম, কুরআন-হাদীছ কে বেশী জানে? তাঁদের কাছে যেতাম, তাঁদের সাহচর্য গ্রহণে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু কিছু আলেমকে খুব কাছে থেকে দেখার পরে এ ধারণাও পাল্টে গেল। কারণ, তাঁরা দিনের আলোতে দ্বীনের ধারক-বাহক। তবে রাতের অন্ধকারে দ্বীন বিক্রেতা! বুঝলাম, ইলম থাকলেই আলেম হয় না। কারণ একই কুরআন-হাদীছের ইলম কাউকে বানায় আলেম আর কাউকে বানায় দুনিদার!

ইলমের স্বরূপ : ইলমের মতই দেখতে হুবহু একটি জিনিস রয়েছে যার নাম মা'লূমাত। দু'টির গুণাগুণ একদম বিপরীত। যেমন, চিনির মতই দেখতে লবণ। তবে লবণ চিনির প্রকার নয়। কেউ কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করে কয়েক ছটাক চিনি প্রাপ্ত হয়। যা দ্বারা সুপেয় শরবত তৈরি হয়। আবার কেউ কয়েক মণ লবণ প্রাপ্ত হয়। সেটা দিয়েও শরবত হয় তবে সেটাকে সুপেয় বলা যায় না। সে সময় উস্তাদগণের মুখে শুনতাম, তুমি পড়া মুখস্থ করতে পার না তার মানেই তুমি গোপন কোন গুনাহে জড়িত। কোন ছাত্র দারস ঠিকমত না বুঝলেও তাকে বলা হ'ত, গুনাহ ছেড়ে দাও। আল্লাহ মেধা বাড়িয়ে দিবেন। প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হ'ত ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর কবিতা,

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ * فَأَرْشَدَنِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

وَأَخْبَرَنِيْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ * وَنُوْرُ اللهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِيْ

'আমি (আমার উস্তাদ) ওয়াকী'র নিকট আমার মুখস্থের দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপ পরিত্যাগের উপদেশ দিলেন। আর বললেন, নিশ্চয় ইলম আল্লাহ্র নূর। আর আল্লাহ্র নূর কোন অবাধ্য পাপীকে দেওয়া হয় না'।

কেউ যদি অনেক হাদীছ মুখস্থ শোনাতে পারত, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেত, কিতাব ভাল বুঝত তাকেই আমরা বড় ইলমের অধিকারী মনে করতাম। পক্ষান্তরে যে ভাল কিতাব বুঝত না তাকে আলেম বলতে দ্বিধা হ'ত। সে যত ভাল আমলই করুক আর তার চরিত্র যত সুন্দরই হোক সেদিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করত না। এভাবেই দিন যেতে থাকল। মাথায় সর্বদা ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর উক্তিটি উঁকি দিত। তবে বাস্তবতার সাথে তা কখনই মিলত না। দেখতাম, যারা আমল-আখলাকে ভালো তাদের অনেকেই কিতাব বোঝে না। আবার অনেক নোংরা চরিত্রের ছাত্র পড়ালেখায় ভালো। এর মাঝে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ কিতাবও বোঝে আবার তাক্বওয়াও রয়েছে এমন ছাত্র যে ছিল না এমনটা নয়। তবে তাঁরা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র।

১. আর-রাহীকুল মাখতুম ৪০১ পৃ.।

এ বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে আরেকটি হাদীছ নযর কাড়ল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের পূর্বে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে'।[২] অথচ বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখা যায়, যত দিন যাচ্ছে তত হাফেয, আলেম ঘরে ঘরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টাও কেমন যেন বোধগম্য হ'ল না। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে একদিন মনে হ'ল, আলেম ঘরে ঘরে বাড়ছে ঠিকই কিন্তু নবীদের ওয়ারিছ প্রকৃত আলেম পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ সমাজে যারা নিজেদের আলেম বলে দাবী করে বসে আছেন তারা নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের কাজ কেউই করছেন না। দ্বীনের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও কুরবানী কেউ করছেন না। এত-শত আলেম, কত-শত সম্মান-ইয্যত-শোহরত! কিন্তু এতকিছুর মাঝে কুরবানী কোথায়? উম্মাহ্র দরদী কোথায়? তাহ'লে কি কুরআন-হাদীছ আর সালাফদের বাণীতে বর্ণিত 'ইলম' আর বর্তমান 'ইলম' এক নয়? যদি একই হবে তাহ'লে কুরআন-হাদীছ শিক্ষা করার পরেও কেন মানুষ আল্লাহ্কে ভয় করে না? অথচ কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভয় করে আলেমগণ' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। উম্মাহ্র আক্বীদা ও আমল সংশোধনের চিন্তা তো বহুদূরে, নিজেদেরই আক্বীদা শিরক মিশ্রিত, আমল বিদ'আতে জর্জরিত এবং রুচিবোধ পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত।

সবকিছু মিলিয়ে যেটা পেলাম, প্রকৃত ইলম সেটাই যেটা দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায়। হক গ্রহণ করতে শেখায়। তাক্বওয়া বর্জন করে অনেক কিছু জানাকে 'ইলম' বলা যায় না। সেটাকে মা'লূমাত বলা যেতে পারে। অনেক কিছু জানা তখনই ইলম হবে যখন, এই জ্ঞান তাকে দুনিয়ালোভী নয় বরং দুনিয়াবিমুখ করবে। আল্লাহকে চিনতে শিখাবে, হক গ্রহণ করতে শিখাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ হাযার হাযার হাদীছ মুখস্থ শোনানোর পরেও আল্লাহ্র বিধান মাফিক চলতে না পারে তবে বুঝতে হবে, তার কিছু মা'লূমাত অর্জিত হয়েছে। কিন্তু সে কুরআন-হাদীছের ইলম প্রাপ্ত হয়নি।

বর্তমান প্রেক্ষাপট : ওলামায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর ইলমের ওয়ারিছ।[৩] তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে আফসোসের বিষয়, রাসূল (ছাঃ)-এর ইলম তাঁর জীবনকে যে ধারায় পরিচালিত করেছিলেন, আমাদের ইলম আমাদের জীবন ধারায় সেভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে বাতিল সর্বদাই পরাশক্তি ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফদের ইলম তাঁদেরকে বাতিলের সাথে আপোষ করতে দেয়নি। বিদ্রোহী কবির ভাষায় বলতে গেলে, 'হাঁকে বীর শির দেগা, নেহি দেগা আমামা'। সেটাই হয়ত প্রকৃত ইলম ছিল। মোটা মোটা যে কাল দাগগুলো আমাদের ইলমকে কলুষিত করেছে সেটাই এখন ধারাবাহিক আলোচনা করছি।

বাতিলের সাথে আপোষকামিতা : আজ আমাদের অর্জিত ইলম আমাদেরকে বাতিলের সাথে আপোষ করতে বাধ্য করে। কাঁচা পয়সা-কড়ি দেখলেই ইলমের ধার চকচক করে ওঠে। যে ইলমের মাধ্যমে কুরআন-হাদীছ নিংড়ে হুকুম-আহকাম বের করা হয়, সেই ইলমের মাধ্যমেই আমরা হুকুম- আহকাম উল্টিয়ে দেই। অনেকটা প্রকৌশলীর বিদ্যা চুরিতে কাজে লাগানোর মত। যে ইলম হক গ্রহণ না করে উল্টো হকের বিপক্ষে দলীল তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয় সেটা আর যাই হোক ইলম হতে পারে না। এমন ব্যক্তিকে কখনো আলেম বলা যায় না। কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জনের পরে আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনই। আমরা রাস্তা খরচ দিয়ে বাতিলের কাছে যাই আপোষের জন্য। আমাদের মনে হয়, অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা করেছি কর্মজীবনে কিছুটা সুখে থাকব বলে। কী দরকার 'হক' বলে ঝামেলায় জড়ানোর! অথচ ইমাম মালেক (রহঃ)-কে স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্ত্বা নিয়ে হাদীছ শোনার জন্য খলীফা হারূনুর-রশীদ ডেকে পাঠালে তিনি বলেছিলেন, 'ইলম কারো কাছে যায় না। ইলমের কাছে যেতে হয়'।[৪] সেটা বাতিলের সাথে আপোষের জন্য ছিল না। তবুও তাঁর এই উচ্চারণ এবং আত্মমর্যাদাবোধের দৃষ্টান্ত আমাদেরকে লজ্জিত করে। আজকের দিনে যদি কোনো দুনিয়াদার ধনী বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তি আমাদেরকে ফৎওয়া নেয়ার জন্য ডাকেন তবে আমরা খুশিতে কাপড়ও ঠিকঠাক পরতে পারি না। অথচ আমরা জানি, তারা আলেমগণকে ফৎওয়া নেয়ার জন্য তলব করেন না, বরং ফৎওয়া উল্টানোর জন্য তলব করেন। হায় আফসোস!

সাহসের অভাব : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ)-কে একদা বলেন, আল্লাহ নির্বোধদের শাসনকাল থেকে রক্ষা করুন। কা'ব (রাঃ) বললেন, নির্বোধদের শাসনকাল কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এক শ্রেণীর শাসক, যারা আমার পরে আসবে, তারা আমার আদর্শে আদর্শিত হবে না এবং আমার পথও অবলম্বন করবে না। মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও যারা তাদেরকে সত্যায়ন করবে এবং তাদের যুলুমে সাহায্য করবে; তারা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই। ক্বিয়ামতের দিন তারা আমার হাউযের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আর যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে না, তাদের যুলুমে সাহায্যও করবে না; তারা আমার দলভুক্ত এবং আমিও তাদের দলভুক্ত। তারা ক্বিয়ামতের দিন আমার হাউয থেকে পান করবে'।[৫]

কারারক্ষীর পক্ষ থেকে এই হাদীছের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এর সনদ কি ছহীহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি সেই কারাগারেই রুদ্ধ ছিলেন। কারারক্ষী জিজ্ঞেস করল, এই হাদীছের ভাষ্যমতে তিনি কি যালেমের সাহায্যকারী হবেন? তিনি উত্তর দিলেন, যালেমের সাহায্যকারী তো তারা, যারা তোমার চুল আঁচড়িয়ে দেয়। কাপড় পরিষ্কার করে দেয়। খাবার তৈরি করে দেয়। কিন্তু হে কারারক্ষী! তুমি যালেমের সাহায্যকারী নও, বরং নিজেই যালেমদের একজন![৬]

তাঁর বুকের এই সাহসের পেছনে রয়েছে তাঁর ইলম। কিন্তু আমাদের ইলমে বুকে ভয় ছাড়া কোনদিন সাহস যোগায় না।

২. বুখারী হা/৮০ 'ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার অনুচ্ছেদ-২৫।
৩. আবু দাউদ হা/৩৬৪১, ইবনু মাজাহ হা/২২৩ মিশকাত হা/২১২।
৪. আবুল হাসান ইবনে ফিহর, কিতাবু ফাযায়েলে ইমাম মালেক।
৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৪৮১, ছহীহুত তারগীব হা/২২৪২।
৬. সিয়ারুস সালাফিছ ছালেহীন ১০৫৯ পৃ.।

চোখের সামনে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতে কাদা মেশাতে দেখেও কখনো মুখে 'ওয়া বিহী ক্বালা হাদ্দাছানা' উচ্চারিত হয় না। বরং আমরা সেখানে স্বার্থ খুঁজি। আর 'এ বিষয়ে অনেক ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার' বলে এড়িয়ে যাই। আমরা আজকে সুকুমার রায়ের 'বাপুরাম সাপুড়ে' ছড়ার ঐ সাপের মত হয়ে গেছি,

'যে সাপের চোখ নেই
শিং নেই, নখ নেই,
ছোটে না কো হাঁটে না
কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁস-ফাঁস
মারে না কো ঢুঁস-ঢাঁস,
নেই কোন উৎপাত
খায় শুধু দুধভাত'।

প্রকৃতার্থে আলেমগণের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'আমার উম্মাহ্র আলেমগণ মূল্যের বিনিময়ে ইলমকে বিক্রি করবে'[৭] তা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হচ্ছে।

দাসত্বের মানসিকতা : বনু ইস্রাঈল মূসা (আঃ)-এর জন্মের আগে থেকেই ফারাওদের দাস ছিল। দীর্ঘ দিন দাস থাকার ফলে দাসত্ব তাদের রক্তে মিশে গিয়েছিল। এজন্যই মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে হেদায়াত লাভের পর তাঁর কয়েক দিনের অনুপস্থিতিতে তারা বাছুরকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল *(ত্বোয়াহা ২০/৮৮)*। গোলামী না করে তারা যেন সুখে থাকতে পারছিল না। বর্তমান 'ওলামায়ে কেরামের যেন বনু ইস্রাঈলের মতই অবস্থা। দাসত্ব ছাড়া তারাও সুখে থাকতে পারছেন না। তবে সেটা আল্লাহ্র দাসত্ব নয়, ত্বাগুতের দাসত্ব। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আলী! সব উচু কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দাও। সব ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণ করে দাও'।[৮] সেখানে এই হাদীছকে বুকে দাবিয়ে রেখে সামান্য কিছু অর্থের কাছে বিক্রি হওয়া এবং কুরআন-হাদীছের ভাষাগত ফাঁক-ফোকর তালাশ করে মূর্তির বৈধতার পক্ষে দলীল উপস্থাপনের চেষ্টা করা সত্যিই লজ্জাকর!

সম্মান প্রদর্শনের নামে চাটুকারিতা : রাসূল (ছাঃ) সম্মানীদেরকে সম্মান দিতেন। সাধারণ মানুষকেও সম্মানিত করতেন। এটা তাঁর আদর্শ ছিল। যেমন জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে তিনি মজলিসে নিজের চাদরে বসতে দিয়েছিলেন। জারীর (রাঃ) চাদরটিতে না বসে সেটা চোখে-মুখে লাগিয়ে বলেছিলেন, আপনি যেভাবে আমাকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহও সেভাবে আপনাকে সম্মানিত করুন'।[৯] তবে এই সম্মান প্রদর্শন নিজের আদর্শ থেকে বের হয়ে নয়। সম্মান প্রদান করা আর নিজের আদর্শকে ছোট করার মধ্যে বিস্তর ফারাক্ব রয়েছে। অথচ আমরা তাঁর থেকে সম্মান দেয়ার শিক্ষার জায়গায় নিজের আদর্শকে ছোট করতে শিখেছি। তাইতো পনের টাকার টুপি দিয়ে পনের হাযার টাকার জুতা মুছে দিতে আমাদের একটুও জাত যায় না। বরং ইনছাফ মনে হয়।

শুধু আলেম হওয়ার কারণে হীনমন্যতায় ভোগা : আমরা দেখেছি, মসজিদের ইমাম ছাহেবের ছালাত আদায় করানো আর খাবারের বাটি বহন করা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। সমাজের মানুষের ঈমান-আমল দেখার দায়িত্ব ইমাম ছাহেবের নয়। সামাজিক কুসংস্কারে বাধা প্রদানের দায়িত্ব ইমাম ছাহেবের নয়। আমরা জেনেছি, এক টাকাও সরকারী অনুদান ছাড়া সম্পূর্ণ নিজের খরচে ১৫ বছর লেখাপড়া করে আলেম হওয়াকে বলে 'ফকীরী বিদ্যা'। আমরা জেনেছি, ওলামায়ে কেরাম, ইমাম, মুওয়াযযিন, মাদ্রাসার শিক্ষকরাই সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ। এজন্যই আমরা কথা বলতে ভয় পাই। সত্য প্রকাশ করতে আমরা হীনমন্যতায় ভুগি। পশ্চিমা পঁচা, বিকৃত পোশাকের ভিড়ে ঢিলাঢালা পাঞ্জাবি-টুপিকে মধ্যযুগীয় অসভ্য পোশাক মনে করি। আচ্ছা! বলুন তো, আপনাকে কেউ যখন ইমাম ছাহেব, হাফেয ছাহেব বলে ডাকে আপনি জবাব নেন কেন? আপনি জানেন, ইমাম অর্থ কী? আপনি জানেন, ইমাম, হাফেয ইত্যাদির শেষে 'ছাহেব' কেন যুক্ত করা হয়? সেটার অর্থ কী? 'ওলামা' শব্দের পরে 'কেরাম' কেন যুক্ত করা হয়? সবসময় মনে রাখবেন, আমাদের পরিচয়, আমরা উম্মাহ্র কর্ণধার। আমরা দুনিয়ার বুকে দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী। আমরা বানের পানিতে ভেসে দুনিয়াদারদের চরণসেবা করতে আসিনি। আমরা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। এই মহান কাজের জন্য আমরা তাঁর পক্ষ থেকেই নির্বাচিত। এজন্যই আমাদেরকে 'ছাহেব' বলা হয়।

শেষ কথা : আজ আমাদেরকে পেছনের সকল গ্লানি মুছে ফেলে আবার নতুনভাবে জাগতে হবে। মনে রাখতে হবে, কুরআন-হাদীছের ধারক-বাহকগণ অধিকাংশই দুনিয়ার ধন-যশে ধনী ছিলেন না। তাঁদের কাড়ি কাড়ি পয়সা ছিল না। তাঁদের ক্ষমতা, পদমর্যাদা ছিল না। তবে তাঁদের পাহাড় সমান আত্মমর্যাদাবোধ ছিল। হক প্রকাশে তাঁরা ছিলেন অকুতোভয়। হক প্রতিষ্ঠায় তাঁরা ছিলেন জানবায মুজাহিদ। এযুগেও কুরআন-হাদীছের ধারক-বাহকদের জীবন-যাপন গরীবানা ধাঁচের হতে পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, আর্থিক প্রাচুর্যে কোন ফযীলত থাকলে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বেশি প্রাচুর্যের অধিকারী করতেন রাসূল (ছাঃ)-কে। যেহেতু তাঁকে সেটা দেয়া হয়নি। সুতরাং গরীবানা জীবনের জন্য হীনমন্যতায় ভোগা একজন আলেমের জন্য নিতান্তই বেমানান, অশোভন। রাসূল (ছাঃ) যা গ্রহণ করেননি, তা কোনদিনও আমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণের বিষয় হ'তে পারে না।

এই গরীবানা জীবনেও আত্মমর্যাদাবোধ সর্বদা পাহাড়ের মত উঁচু রাখতে হবে। কারণ এটা একজন আলেমকে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে। জীবন যতই ঘোর অমানিশার মাঝে হারিয়ে যেতে থাকুক বা শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাত জীবন চরের পাড়গুলো ভেঙ্গে ফেলুক; সদা সর্বদা হক প্রকাশে আমাদের তৎপর থাকতে হবে। আমাদের সালাফদের জীবনে যেমন বৈরি পরিবেশ এসেছে, তেমন আমাদের জীবনেও আসবে। হক প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব ভূলুণ্ঠিত হতে হতে পারে, সবকিছু হারাতে হতে পারে। কিন্তু সেটাকে কুরবানী ভেবেই গ্রহণ করতে হবে। তবেই ইলমের যথাযথ ব্যবহার হবে। নে'মতের শুকরিয়া আদায় হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৫১১।
৮. মুসতাদরাকে হাকেম হা/১৩৬৬, মুসলিম হা/৯৬৯।
৯. মুসতাদরাকে হাকেম হা/৭৭৯১ সনদ ছহীহ।

শায়খ রবী‘ আল-মাদখালী

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[শায়খ রবী‘ আল-মাদখালী (৯১) সঊদী আরবের একজন বিখ্যাত সালাফী আলেম, যিনি আক্বীদা ও হাদীছ শাস্ত্রে অবদানের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সালাফী নীতির অনুসরণ ও বিদ‘আত পরিহারে দৃঢ়তার জন্য তিনি অধিক পরিচিত। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আস-সুন্নাহ অনুষদের শিক্ষক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের চেয়ারম্যান ছিলেন। হাদীছ, আক্বীদা ও বিভিন্ন ফের্কার বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ জাতিকে অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কর্ম তুলে ধরা হ’ল]

ওজন্ম ও পরিচয় : শায়খ রবী‘ আল-মাদখালী সঊদী আরবের জাযান প্রদেশের রাজধানী ছামাতা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে জারাদিয়াহ নামক এক ছোট্ট গ্রামে ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম রবী‘ বিন হাদী বিন মুহাম্মাদ ওমায়ের আল-মাদখালী। দেড় বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর থেকে তিনি মায়ের কাছে লালিত-পালিত হন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন : তিনি স্থানীয় আলেমদের কাছে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। যাদের মধ্যে আহমাদ বিন মুহাম্মাদ মাদখালী ও মুহাম্মাদ জাবের মাদখালী অন্যতম। তাদের কাছে তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে ছামাতা শহরের বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৬১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি রিয়াদের মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী‘আ অনুষদে ভর্তি হয়ে প্রায় দেড় মাস পড়ালেখা করেন। সে বছরই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হ’লে তিনি সেখানে চলে যান এবং শরী‘আ অনুষদে চার বছর অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি শায়েখ বিন বায, নাছিরুদ্দীন আলবানী, মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানক্বীতী, আব্দুল মুহসিন আব্বাদসহ অনেক বিজ্ঞ আলেমের ছাত্রত্ব লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশংসনীয় ফলাফলের সাথে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।

অতঃপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি মক্কার কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৭৭ সালে ‘ইমাম মুসলিম ও ইমাম দারাকুৎনীর মাঝে’ শিরোনামে থিসিস প্রণয়নের মাধ্যমে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীর ‘আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনে ছলাহ’ এর তাহকীক সম্পন্ন করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আস-সুন্নাহ অনুষদে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং অনুষদের উচ্চতর ডিগ্রী পর্যায়ের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৯০ সালে তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতি নেন।

অবদান : শায়েখ রবী‘ আল-মাদখালী ধর্মীয় সংস্কারের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। ২০১২ সালে ‘The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought’ তাকে ইসলামী চিন্তাধারার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ৫০০ জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।

তিনি হাদীছ, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ৩০টির অধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যার অধিকাংশ ‘শায়েখ রবী বিন হাদী ওমায়ের আল-মাদখালীর কিতাব, চিঠিপত্র ও ফৎওয়া সংকলন’ নামে ১৫ খণ্ডে সংকলন করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে তিনি ‘মানহাজুল আম্বিয়া ফী দাওয়াহ ইলাল্লাহ’ (আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীদের পদ্ধতি) নামক গ্রন্থটি প্রণয়নের পর সঊদী আরবসহ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মিসরের সাইয়েদ কুতুবের ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সাইয়েদ কুতুবের বিপক্ষে তিনি ৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে ‘আযওয়া ইসলামিয়্যাহ ‘আলা আক্বীদাতিস সাইয়েদ কুতুব ওয়া ফিকরিহি’ (সাইয়েদ কুতুবের আক্বীদা ও চিন্তাধারা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়া তাঁর রচিত ও তাহকীককৃত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল :

(১) মানহাজুল ইমাম মুসলিম ফী তারতীবি ছহীহিহী : মুযাক্কিরাতুন ফীল হাদীছ আন-নববী। (২) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর ‘কিতাবুত তাওয়াস্সুল ওয়াল অসীলাহ’ গ্রন্থের তাহকীক। (৩) কাশফু মাওক্বিফুল গাযালী মিনাস সুন্নাতি ওয়া আহলিহা (৪) মাকানাতু আহলিল হাদীছ।

তিনি বিভিন্ন বাতিল ফের্কার বিপক্ষে বিতর্কে অংশ নেন এবং পরবর্তীতে সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এছাড়া ভ্রান্ত আক্বীদা ও মতবাদের বিরুদ্ধেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার কয়েকটি উল্লেখ করা হ’ল :

(১) আহলুল হাদীছ হুম আত-ত্ব-ইফাতুল মানছূরাতুন নাজিয়াহ (সালমান আল-আওদাহ্র সাথে তাঁর বিতর্ক)। (২) আল-হাদ্দুল ফাছেল বায়নাল হক্ব ওয়াল বাতিল (আবু বকর আবু যায়েদের সাথে বিতর্ক)। (৩) আল-মুহাজ্জাতুল বায়যা’ ফী হিমায়াতিস সুন্নাতিল গার্রা’ (৪) আল-‘আওয়াছিমু মিম্মা ফী কুতুবি সাইয়েদ কুতুব মিননাল ক্বাওয়াছিম (৫) আন-নাছরুল ‘আযীয ‘আলার রদ্দিল ওয়াজীয। (৬) আত-তানকীল বিমা ফী তাওযীহিল মালীবারী মিনাল আবাতীল। (৭) ইনক্বিযাযুশ শুহবিস সালাফিইয়াহ ‘আলা আওকারি ‘আদনান আল-খলফিইয়াহ। (৮) ছদ্দু ‘উদওয়ানিল মুলহিদীন ওয়া হুকমিল ইসতি‘আনাহ বিগায়রিল মুসলিমীন।

বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল : (১) আন-নছীহাতু হিয়াল মাস'ঊলিইয়াতুল মুশতারিকাহ ফীল 'আমালিদ দা'বী (২) আল-কিতাবু ওয়াস-সুন্নাতু ওয়া আছারুহুমা ওয়া মাকানাতুহুমা ওয়ায যরূরাতু ইলাইহিমা ফী ইক্বামাতিত তা'লীম ফী মাদারিসা। এছাড়া তাঁর মাস্টার্স-এর থিসিস গ্রন্থটি সঊদী আরবের উচ্চ পর্যায়ের আলেমদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

শায়খ রবী' আল-মাদখালী সম্পর্কে আলেমদের মতামত :

শায়খ বিন বাযকে মুহাম্মাদ আমান ও রবী' আল-মাদখালী সম্পর্কে জিজ্ঞস করা হ'লে তিনি বলেন, তাঁরা দুজনই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী। আমি তাদেরকে জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণকারী হিসাবে জানি'। তিনি তাদের বই থেকে উপকার লাভের পরামর্শ দেন।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'বর্তমান সময়ে সত্যিকার অর্থে ইলমুল জারাহ ওয়া তা'দীল-এর ঝাণ্ডাবাহী হচ্ছেন ড. রবী' বিন হাদী আল মাদখালী। যারা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেন কিংবা তাঁর উপর বিভিন্ন অভিযোগ আনয়নের চেষ্টা করেন, তারা তা নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই করে থাকেন। আমি ড. রবী'র লেখা বই-পুস্তকে যা দেখেছি তা জাতির জন্য উপকারী'।

শায়খ ছালেহ আল ওছায়মীন বলেন, 'শায়খ রবী' সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া কিছু জানি না। তিনি হাদীছ ও সুন্নাহ্র অনুসারী।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব আল-বান্না বলেন, 'শায়খ রবী' সর্বদাই সুন্নাত, সালাফে ছালেহীনের নীতি ও পন্থা অনুযায়ী চলা এবং সীরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেওয়ার প্রতি আগ্রহী'।

শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারাকপুরী বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে শায়খ রবী' গভীর জ্ঞানের অধিকারী, সঠিক ধীসম্পন্ন, বিশ্বাস ও কাজে সালাফে ছালেহীনের সঠিক নীতি ও পন্থা অবলম্বনকারী, কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী ও সাহায্যকারী এবং এগুলোর প্রহরী। বিদ'আতী ও প্রবৃত্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বনকারী একজন সরল প্রকৃতির লোক। আল্লাহ তাঁর ইলমে বরকত দান করুন'।

কতিপয় ফৎওয়ার ক্ষেত্রে তার কিছু সমালোচনা রয়েছে। বিশেষ করে অত্যাচারী সরকার বর্জনে সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণের বিপক্ষে তাঁর বক্তব্যের জন্য শৈথিল্যবাদী আলেমরা তাঁর সমালোচনা করেছেন। তবে প্রখ্যাত আলেমদের মতে, তিনি আহলে সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত একজন হকপন্থী আলেম।

শায়েখ রাবী' আল-মাদখালী সংকলিত গ্রন্থের একটি নছীহাহ : 'তোমরা তোমাদের পারস্পরিক আচরণে হিকমাহ বা প্রজ্ঞা অবলম্বন করো। আর এমন প্রশ্ন করা বর্জন করো যেগুলো বিদ্বেষ তৈরি করে এবং পরচর্চা বা পরনিন্দার পথে নিয়ে যায়। আল্লাহ্র শপথ এ বিষয়টি ক্ষতি করেছে। আমি এখন আমার ফোন বন্ধ করে রেখেছি। আমি কোন প্রশ্ন নিচ্ছি না। কারণ আমি দেখেছি, এসব প্রশ্নই অনেক সমস্যার কারণ হয়েছে। অমুক-তমুক সম্পর্কে প্রশ্ন! তুমি (কারো সম্পর্কে) ভালো বল বা মন্দ যাই বল না কেন, এসব প্রশ্নের দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ফিৎনাহ সৃষ্টি করা।

ভাইয়েরা! বর্তমান সময়কার এই ঘোলাটে পরিবেশে পরচর্চা বা অমুক-তমুককে নিয়ে সমালোচনা বর্জন করো। তুমি কারও প্রশংসা করবে এবং তার পক্ষপাতিত্ব করে গোঁড়ামী করবে, আবার আরেকজন আসবে যে তুমি যার গোঁড়া পক্ষপাতিত্ব করছ, তার প্রতিপক্ষ কিংবা তার বিরোধী একজনের পক্ষপাতিত্বে গোঁড়ামী করবে। এভাবে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে!

অথচ বর্তমানে কি দেখা যাচ্ছে! ফিৎনাবাজ কোন কোন নগণ্য ছাত্র, সে আহলুস সুন্নাহর অনুসারীদের পরস্পরের মধ্যে ফিৎনা উস্কে দেয়ার অপচেষ্টা করছে। আর এতে করে সকাল-সন্ধ্যার মধ্যেই সে ইমাম হয়ে যাচ্ছে। দুইদিন পাঠদান করতে বসেই খালাছ, সে উসতায হয়ে যাচ্ছে। তার ঘনিষ্ঠ অনুসারী একদল লোক থাকে, যারা তার পক্ষে দল পাঁকায়। তারা তার সম্পর্কে কোন সমালোচনা তা যতই দলীল-প্রমাণ সহকারে করা হোক না কেন, তা সহ্য করতে পারে না। যখনই কোন ব্যক্তি দালীল-প্রমাণসহ তার সমালোচনা করে, তখন যেন দুনিয়া তোলপাড় হয়ে যায়। আর ঐসব লোক তার পক্ষে দলাদলি করে এবং কট্টরভাবে তার পক্ষাবলম্বন করে।

আল্লাহ্র শপথ! আমাদের চোঁখের সামনেই মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিন বায (রহঃ) ও আলবানী (রহঃ) পরস্পর (কোন কোন ফিক্বহী বিষয়ে) মতবিরোধ ও তর্ক-বিতর্ক করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! তাদের এরূপ মতবিরোধ ও বিতর্কের বিন্দুমাত্র বিরূপ কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া (সালাফীদের মধ্যে) দেখা যায়নি।

অতএব ভাইয়েরা! এসব বিষয়ে সাবধান হও। এরূপ বিষয়গুলো বর্জন করো। গোঁড়ামীমূলক অমুক-তমুকের পক্ষাবলম্বন করো না। যে কারু পক্ষপাতিত্বে গোঁড়ামী করো না। নতুবা এগুলো সালাফী দাওয়াহকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমরা একে অপরের প্রতি সহনশীল হবে এবং একে অপরকে প্রজ্ঞার সাথে নছীহাহ দেবে। আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করে দেন এবং তোমাদের থেকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ফিৎনা দূরীভূত করে দেন। হে ভাইয়েরা! ফিরে এস সেসব বিষয়ের দিকে, যুগে যুগে যেসব বিষয়ের উপরে ছিলেন তোমাদের সালাফগণ; প্রজ্ঞার সাথে পরস্পর নছীহাহ করা, সুন্দর সদুপদেশ প্রদান ও মহৎ চরিত্র অবলম্বন করা।

[আল বায়ান ওয়াল ঈযাহ লি আক্বীদাতি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ফী রু'ইয়াতিল্লাহি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ' গ্রন্থ অবলম্বনে; সূত্র : ইন্টারনেট]

কাওয়ারাঈ নাকাতা (জাপান)-এর ইসলাম গ্রহণ

এক আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আমাকে টেনে নিল মসজিদের ভেতরে। আমি ধীরে ধীরে পা ফেলছিলাম। আমার কানে ভেসে আসছিল এক বিশেষ আহ্বান বা সুসংবাদ। তাতে বলা হ'ল যে, তুমি শিঘ্রই সত্যকে খুঁজে পাবে। কথাগুলো বলেছেন জাপানি নওমুসলিম নারী 'কাওয়ারাঈ নাকাতা'।

জাপানি নারী কাওয়ারাঈ নাকাতা জীবনের একটা সময় পর্যন্ত স্রষ্টা সম্পর্কে তেমন মনোযোগ দিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেননি। এমন ভাবনার দরকার আছে বলেও মনে করেননি কখনো। তিনি বলেছেন, 'আমার জীবনযাত্রা বেশ ভালোভাবেই চলছিল। আমি সৌভাগ্য অনুভব করতাম। কখনো স্রষ্টার পরিচয় বা অস্তিত্ব জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। কিন্তু হঠাৎ আবিস্কার করি যে, আমার জীবন পরিক্রমা একঘেয়ে হয়ে আছে, যার কোনো অর্থ নেই। জীবনের সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। তখন থেকেই সত্যকে খুঁজতে থাকি। নানা ধর্মের প্রচারকরা আমার বাসায় এসেছেন বেশ কয়েকবার। সে সময় খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য একজন মহিলা নিয়মিত আমার বাসায় আসতেন। তিনি আমাকে বাইবেল শেখাতেন। আমিও খুব আগ্রহ নিয়ে তা শিখতাম। কিন্তু আমি যার খোঁজ করছিলাম তা পেলাম না'।

মিসেস নাকাতা আরো বলেছেন, 'আমি বসবাস করতাম কিয়েটো নামক ঐতিহাসিক শহরে। এই শহরে রয়েছে নানা ধরনের উপাসনালয়। আমাদের বাসভবনের কাছেই ছিল একটি উপাসনালয়। আমি প্রতিদিন সকালে সেখানে যেতাম ও প্রার্থনা করতাম। তিন মাস ধরে প্রতিদিন এই প্রার্থনা অব্যাহত রাখি। সত্যের সন্ধানে আমি এই প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু প্রার্থনায় মনোযোগ নিবিষ্ট করা ছিল বেশ কঠিন। কিছুদিন পর অনুভব করলাম, আমার ভিতরের আকাঙ্খা ও বাইরের বাস্তবতার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান। তাই আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। অথচ আমি উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে জীবন যাপন করতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমার প্রচেষ্টায় কোনো ফল হচ্ছিলাম'।

এর কিছুকাল পর আমি আমার জীবনের গতিপথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিই। পড়াশোনা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি ফ্রান্সে যাই। আর এখানেই ঘটে আমার জীবনের গতিপথ। ফ্রান্সে আমি এক মুসলিম মহিলার সাথে পরিচিত হই। তিনি নিজের ধর্ম ইসলামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন ও সমস্ত শক্তি আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে এর পক্ষে কথা বলতেন। তার দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস দেখে আমার নিজের জন্য অনুশোচনা হ'ত। কারণ আমি দীর্ঘ বহু বছর ধরে আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আর এজন্য অনেক গবেষণা ও পড়াশুনার পর যখন হতাশায় ডুবে ছিলাম তখন দেখলাম, একজন মুসলমান ইসলামকে কত গভীরভাবে ভালোবাসেন ও এর ছায়াতলে মানসিক প্রশান্তি অনুভব করেন। তাই আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গবেষণার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাতে এ ধর্মের অনুসারীদের এত গভীর আত্মিক প্রশান্তির উৎস সম্পর্কে জানতে সক্ষম হই। সে সময় পর্যন্ত অনেক ধর্ম আমাকে আকৃষ্ট করলেও ইসলামের প্রতি একবারও আকৃষ্ট হইনি'।

অতঃপর আমি ফরাসি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআনের একটি কপি সংগ্রহ করি ও তা পড়তে থাকি। এ মহাগ্রন্থ পড়ার সময় আমি অনুভব করি, এ আসমানী গ্রন্থ পড়ার জন্য কারো সাহায্য নেয়া যরূরী। ফলে আমি মুসলমানদের ইবাদতকেন্দ্র তথা মসজিদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। অবশেষে একদিন আমি মসজিদে গেলাম। মসজিদের পরিবেশ ছিল আমার জন্য এক অচেনা ও অপরিচিত জগত। কিন্তু বিস্ময়কর এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। মসজিদটি ছিল এক বিশেষ আধ্যাত্মিক সুরভিতে ভরপুর। নীরবতা সেই পরিবেশকে করেছিল আরো প্রাণস্পর্শী ও মধুর। প্রাণ জুড়ানো সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশের আকর্ষণ আমাকে টেনে নিল মসজিদের ভেতরে। ধীরে ধীরে পা ফেলছিলাম। আমার কানে ভেসে আসছিল এক বিশেষ আহ্বান। তাতে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তুমি শিগগিরই সত্যকে খুঁজে পাবে।

এ সময় মসজিদের আঙিনায় বই-পুস্তকের একটি ছোট্ট দোকান দেখলাম। কাছে গিয়ে বিক্রেতাকে বললাম, আমি এমন একজনকে খুঁজছি যে ইসলামকে আমার কাছে পরিচিত করবে। সে আমাকে মসজিদের লাইব্রেরীতে নিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, একদল মুসলিম মহিলার জন্য ধর্ম বিষয়ক ক্লাস চলছিল এবং তা মাত্র কিছুক্ষণ আগে শেষ হ'ল। আমি তাদেরকে আমার কথা খুলে বললাম। তাঁরা খুব খুশি হয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। তারা ছিলেন সবাই সক্রিয়, প্রফুল্ল ও প্রাণোচ্ছল। তাদের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী প্যারিসে যে কয়েকটি বৈঠক হ'ত তাতে আমি উপস্থিত হতাম। এইসব বৈঠকে আলোচনা শুনে ধীরে ধীরে আমার মানসিকতা বদলে যায় এবং বেশ কিছু বই পড়ার পর ইসলাম সম্পর্কে আমার মোটামুটি একটা ধারণা হয়। আমি বুঝতে

পারলাম যে, ইসলামে কোনো কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় না। ইসলাম জীবন যাপনের যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথ দেখায়। কোনো কোনো ধর্ম বা মতবাদ সব ধরনের বস্তুগত, জৈবিক বা পার্থিব চাহিদাকে উপেক্ষা করে কেবল পারলৌকিক বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ইসলাম আত্মা ও শরীরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে বলে। অর্থাৎ ইসলাম আত্মিক ও শারীরিক উভয় চাহিদাকেই গুরুত্ব দেয়। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে কল্যাণের পথ নির্দেশ করে'।

ইসলাম সম্পর্কে আমি ব্যাপক গবেষণার পর এ ধর্ম সম্পর্কে নানা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, ইসলাম অর্থ আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষের মূল্য নির্ভর করে তার ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনের উপর। যখন খ্রিস্ট ধর্মের পেছনে ছুটতাম তখন এ ধর্মের পক্ষ থেকে বলা হ'ত যে, আমাদের পাপগুলো জন্মগত। অথচ একথা আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে মোটেই যৌক্তিক বা বোধগম্য নয়। কিন্তু ইসলাম বলে, সব মানুষ জন্মগতভাবে পবিত্র ও নিরপরাধ। পরবর্তীকালে প্রত্যেক মানুষ নিজেই তার পাপের জন্য দায়ী। আর এ কথা খুবই যৌক্তিক। ইসলাম খুবই সহজ ও স্বচ্ছ ধর্ম। এ ধর্মে কোনো জটিল তত্ত্ব নেই'।

দিনে দিনে আমি মুসলিমদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বেশ আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলান। যেসব মুসলিম মহিলা আমাকে গাইড করছিলেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখি নাকাতা এবং মুসলিমদের প্রথা ও রীতিগুলো রপ্ত করে নিই। আমি তাদের সঙ্গে মসজিদে যাওয়া ও তাদের চাল-চলন ও গতিবিধি খুব আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করতাম। অনেক সময় তাদের সম্মান দেখানোর জন্য তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছালাতের অঙ্গভঙ্গিগুলো করে যেতাম। যদিও নিজেও বুঝতাম না যে আমি ছালাত আদায় করছি। ধীরে ধীরে অনুভব করলাম যে বহু বছর ধরে আমি যে সত্যের সন্ধান করছি তা পেয়েছি। অবশ্য এ জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

যতই ইসলাম সম্পর্কে বেশি তথ্য জানছিলাম ততই এ ধর্মকে গ্রহণের ইচ্ছা আমার মধ্যে জোরদার হচ্ছিল। অবশেষে এই সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'।

ছালাত আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমি আশা পোষণ করি, ছালাত মানুষের বিশ্বাস বা ঈমানকে সুদৃঢ় করে। মুসলমান হওয়ার পর প্রথম ছালাত আদায়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে নাকাতা বলেছেন, 'যখন প্রথমবার সিজদার উদ্দেশ্যে কপাল মাটিতে রাখলাম এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, তখন আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল অসাধারণ অনুভূতি এবং নিজের মাথা যমীন থেকে উঠাতে পারছিলাম না। যখনই সিজদায় যেতাম, তখনই আল্লাহ্র অস্তিত্বকে ও ঈমান বা বিশ্বাসের অর্থকে বেশি মাত্রায় অনুভব করতাম। আর এটা ছিল এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা যা আমি অন্য কোন ধর্মগুলোর মধ্যে পাইনি'।

ইসলাম গ্রহণের কিছুকাল পর আমি মিশরে যাই আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষা আরো ভালোভাবে রপ্ত করার জন্য। আরবী ভাষা ভালোভাবে বোঝার পর আমি কুরআনের বাণীর অর্থগুলো আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে থাকি এবং কুরআনের সৌন্দর্য আমাকে বিমুগ্ধ করে। কুরআনের বিষয়বস্তুগুলো ছাড়াও এর সুরও অশেষ সৌন্দর্যে ভরপুর। কুরআন বার বার পড়লেও ক্লান্ত হওয়া তো দূরের কথা বরং আমার অন্তর যেন সৌভাগ্যের সাগরে অবগাহন করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সৌভাগ্য নছীব করেছেন বলে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমি ইসলামকে আমার দেশের জনগণের কাছে তুলে ধরছি। যে সৌভাগ্য কেবল এক আল্লাহ্কে চেনা ও জানার মাধ্যমে পাওয়া যায় সে সৌভাগ্য তারাও অর্জন করুক। -এটাই আমার প্রার্থনা। আমি সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্র উপর ভরসার সুবাদে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

[তথ্য সূত্র : ইন্টারনেট]

তাওহীদের ডাক-এর নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন!

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত পাঠক! **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র** একমাত্র মুখপত্র দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক ১৯৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কলম সৈনিক হিসাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* লেখনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচার এবং অনৈসলামিক মূল্যবোধহীন সাহিত্যের বিপরীতে ইসলামী সাহিত্যের ইলাহী শিল্পরূপ তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই তাওহীদের ডাকের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় প্রায় তিন যুগ থেকে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বমুখর এই সমাজে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে পত্রিকাটির লেখক, পাঠক, প্রচারক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতার ফলে। মহান আল্লাহ আপনাদের এই নিখাদ ভালবাসা এবং বিশুদ্ধ দ্বীন অনুশীলন ও প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!

প্রিয় পাঠক! দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে চলতি বছরে কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে কয়েকগুণ। ফলে স্বল্প মূল্যে পাঠকের হাতে পত্রিকা তুলে দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'২৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬ থেকে কমিয়ে ৪০ পৃষ্ঠা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পত্রিকার মূল্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পত্রিকা চালানো প্রায় অসম্ভব। সেকারণ হকের আওয়ায বুলন্দ রাখতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ওয়াসসালাম। *-সম্পাদক।*

তাওহীদের ডাকে সহযোগিতা করতে যোগাযোগ করুন- সহকারী সম্পাদক (০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩)।

সর্বোত্তম জিহাদ

-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

গল্পের একটি প্রধান চরিত্র উমাইয়া খেলাফতের আলোচিত-সমালোচিত গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আছ-ছাক্বাফী (৫৫)। হাজ্জাজ ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৪০ হিজরীতে তায়েফের ছাক্বীফ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ইউসুফ জ্ঞান ও সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তায়েফবাসীর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে তায়েফের শিশুদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শৈশবে তার পিতার নিকট কুরআন হিফয করেন। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আনাস ইবনু মালেক, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবসহ অনেক ছাহাবী ও তাবেঈর মজলিসে দ্বীন শিক্ষা করেন। যৌবনের শুরুতে তিনি পিতার ন্যায় ছোটদের কুরআন শিক্ষাদানে রত হন। খর্বদেহী হাজ্জাজ ছিলেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বিশেষ করে বাগ্মীতা ও প্রচণ্ড সাহসিকতার কারণে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন।

সেসময় উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকলেও মক্কা, মদীনা, তায়েফসহ হেজায অঞ্চল ছিল ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরের নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যান্য অঞ্চলেও খেলাফতের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খেলাফতের অধীনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং শীঘ্রই খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের বিশ্বস্ত হয়ে উঠেন। ফলে খলীফা তাকে সেনাপতি করে হেজায অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানে হাজ্জাজ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরকে হত্যা করে হারামাইনকে খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত করেন। এই সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ খলীফা তাকে হেজাযের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি প্রচণ্ড রাগী ও শাসনকার্য পরিচালনায় কঠোর ছিলেন। তুচ্ছ কারণে তিনি হত্যা ও রক্তপাত ঘটাতেন। তিনি তৎকালীন অনেক আলেমকেও হত্যা করেছেন বলে জানা যায়। ভয়ে তার সামনে কেউ কথা বলত না। ফলে দু'বছরের মধ্যে সেখানে বিশৃঙ্খলা ও খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশংকা দূর হয়ে যায়।

অন্যদিকে ইরাকে তখন খেলাফতের অবস্থা নাজেহাল। দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে খারেজীদের বিরুদ্ধাচারণ চরম আকার লাভ করে। ফলে খলীফা আব্দুল মালিক হাজ্জাজকে ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ইরাকে পৌঁছে প্রথম ভাষণে তিনি ঘোষণা দেন, সামর্থ্যবান সকল যুবককে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। তিন দিনের মধ্যে কেউ বের না হলে তাকে হত্যা করা হবে এবং তিনি বাস্তবে তা করতেও শুরু করেন। ফলে তিনি একটি বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা পরিচালনা করে খারেজীদের প্রতিহত করে ইরাকে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

কুরআন প্রশিক্ষক থেকে পুরোদস্তর সেনানায়ক ও রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা হাজ্জাজের কুরআনের প্রতি আগ্রহ ছিল আজীবন। তিনি খলীফার নির্দেশে বিখ্যাত তাবেঈ ও আরবী ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ আদ-দুআইলীর দুই ছাত্র নাছর বিন আছেম লায়ছী ও ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার আদওয়ানীর মাধ্যমে কুরআনে হরকত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। হরকত ছাড়া কুরআন পড়তে অপারগ অনারব মুসলমানদের জন্যই এরূপ করা হয়েছিল। এছাড়া কুরআন শিক্ষার জন্য তিনি প্রচুর আর্থিক সহযোগিতা করতেন।

তিনি সরকারী কাজে ফাহলাউই (পুরাতন ফার্সী)-এর পরিবর্তে আরবীর ব্যবহার ও আরবী মুদ্রা চালু করেন। তিনি মধ্য এশিয়ার বলখ, তাখারিস্তান, ফারগানা ও চীনের কাশগড় ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরী সনের ২৫শে রামাযান মৃত্যুবরণ করেন। তার অসংখ্য ভালো কাজ থাকলেও শাসনকার্যে অত্যধিক কঠোরতা ও ব্যাপক রক্তপাতের কারণে ইতিহাসে 'রক্ত পিপাসু' যালেম শাসক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।-*অনুবাদক*]

দশ বছরের কম বয়সী একটি ছোট ছেলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তাবুতে প্রবেশ করল। সেখানে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আরবের বিভিন্ন প্রান্তের গোত্রনেতাদের সাথে বসেছিলেন। ছেলেটি সবুজ তাবুর চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাল। তারপর সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাদের প্রতি বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্য স্বরে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করল। যার অর্থ, 'তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্তম্ভ নির্মাণ করছ? আর তোমরা কি বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছ এই ভেবে যে, তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে? আর তোমরা যখন কাউকে মার, তখন নিষ্ঠুর যালেমের মত প্রচণ্ডভাবে মার' *(শো'আরা ২৬/১২৮-১৩০)*।

হাজ্জাজ তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, হে বৎস! তোমাকে মেধাবী ও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। তুমি কি কুরআন হিফয করেছ? বালকটি বলল, আমি কি কুরআন হারিয়ে যাওয়ার ভয় করি, যে তা হিফয করব। আর আল্লাহ্ই কুরআন হেফাযত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

হাজ্জাজ বললেন, তাহ'লে তুমি কুরআন সংরক্ষণ করেছ? বালকটি বলল, এটা কি আগে অরক্ষিত ছিল যে আমি তার সংরক্ষণ করব? অথচ আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৭)*।

বালকের কথায় হাজ্জাজ হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তাহ'লে তুমি কুরআনকে মযযূত করেছ? বালকটি বলল, এটাকে কি মযবূত করে নাযিল করা হয়নি যে

আমি মযবূত করব? অথচ আল্লাহ বলেন, ‘এটি (কুরআন) এমন একটি কিতাব, যার আয়াত সমূহ মযবূত করা হয়েছে। অতঃপর প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হ’তে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে’ *(হূদ ১১/১)*।

এভাবে সেখানে শব্দ খেলার এক তুমুল লড়াই চলতে থাকে। উল্লেখ্য যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের একজন। তবুও তার বুদ্ধি সামান্য এক বালকের সামনে অসহায়ভাবে পরাস্ত হচ্ছিল। অনেক ভেবে হাজ্জাজ বললেন, তাহলে তুমি কুরআন মনে রেখেছ? বালকটি বলল, আমি কুরআনকে অবহেলিত অবস্থায় মনের কোণে ফেলে রাখা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাজ্জাজ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক! আমি কী বলব? বালকটি বলল, আপনার ধ্বংস হোক! আপনি বলুন, তুমি কুরআনকে তোমার বুকে ধারণ করেছ। তখন মজলিসে উপস্থিত নেতারা আশংকা করছিল যে, হাজ্জাজ বালকটিকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। কিন্তু তিনি এমন কিছু করলেন না। বরং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি আল্লাহ্র বান্দা। হাজ্জাজ আবার প্রশ্ন করলেন, তোমার পিতা কে? সে বলল, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন।

হাজ্জাজ তার পরিচয় জানার চেষ্টা করছিলেন। তাই পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় লালিত-পালিত হয়েছ? ছেলেটি উত্তর দিল, পাহাড়ে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কে তোমাকে আমার নিকটে পাঠিয়েছে? সে বলল, আমার বিবেক। হাজ্জাজ বললেন, তুমি কি পাগল? ছেলেটি বলল, আমি যদি পাগল হতাম তাহ’লে আপনার সামনে তাদের মত বিনয়ী হয়ে দাঁড়াতাম, যারা আপনার অনুগ্রহ আশা করে ও আপনার শাস্তির ভয় করে।

হাজ্জাজ একটি কালির দোয়াতের দিকে ইশারা করে বললেন, আমাকে ঐ দোয়াতটি এগিয়ে দাও। বালকটি বলল, না। তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন? সে উত্তর দিল, আমি ভয় করি যে আপনি তা দিয়ে অন্যায় কিছু লিখবেন। আর আমি আপনার পাপের অংশীদার হব। হাজ্জাজ বললেন, বরং আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাযার দিরহাম দেওয়ার জন্য আদেশ লিখতে চাই। তুমি এটা দিয়ে তোমার প্রয়োজন পূরণ কর। আর কখনো আমার কাছে ফিরে এসো না। হাজ্জাজের কথায় বালকটি হেসে উঠল। হাসির কারণ বুঝতে না পেরে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাসছ কেন? সে বলল, আপনার রবের বিরুদ্ধে আপনার সাহসিকতা দেখে আশ্চর্য হলাম। বরং আপনি এই পরিমাণ অর্থ তাদেরকে দান করে দিন, যাদের উপর আপনি যুলুম করেছেন এবং যাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছেন। কেননা ভালো কাজ খারাপ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়।

এবার হাজ্জাজ আর রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি আশেপাশে থাকা গোত্রনেতা ও সভাসদদের কাছে পরামর্শ চেয়ে বললেন, এর ব্যাপারে তোমরা কী মনে করছ? তারা তাকে হত্যার পরামর্শ দিল। তখন বালকটি বলল, হে হাজ্জাজ! আপনার ভাইয়ের সাথীরা আপনার সাথীদের থেকে উত্তম ছিলেন। তিনি বললেন, আমার কোন ভাই? ওয়ালীদ? ছেলেটি বলল, না, ফিরআউন (তার যুলুমের কারণে যালেম ফিরআউনের ভাই সম্বোধন করা হয়েছে)। কেননা সে যখন মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তার সাথীদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিল তারা তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। আরা আপনার সাথীরা আমাকে হত্যার পরামর্শ দিল।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বলল, সর্দার ছেলেটি আমাকে দিয়ে দিন। হাজ্জাজ বলল, আচ্ছা যাও। সে এখন থেকে তোমার। আল্লাহ যেন তোমাকে এই ছেলের মধ্যে কোন বরকত না দান করেন। বালকটি আবার হাসতে শুরু করল। এমনকি হাসতে হাসতে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। অতঃপর সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি জানিনা আপনাদের দুজনের মধ্যে কে বেশী বোকা। দানকারী নাকি দানপ্রার্থী? লোকটি বলল, আমি তোমাকে হত্যা থেকে বাঁচালাম আর তুমি আমাকে এরূপ বলছ? ছেলেটি বলল, আপনার নিজের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে? লোকটি বলল, না। সে বলল, তাহলে আপনি আমার উপর ক্ষমতাশীল হবেন কীভাবে?

হাজ্জাজ ছেলেটির বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে বলল, তোমাকে এক হাযার দিরহাম দিলাম। আর অল্প বয়স ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। আর কখনো যদি তোমাকে এখানে দেখি আমি তোমার গলা কেটে আলাদা করে ফেলব। ছেলেটি দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমি কখনোই সেই উপহার গ্রহণ করব না যা ধমক ও হুমকির সাথে দেওয়া হয়। আর ক্ষমা, সে তো আল্লাহ্র হাতে। আপনার হাতে নয়। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে যেন তদ্রূপ অবস্থায় একত্রিত না করেন, যেরূপ মূসা (আঃ) ও সামেরীকে একত্রিত করেছিলেন। অতঃপর বালকটি কোনদিকে না তাকিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজেদের জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর ধার্মিক মনে করা শাসকবৃন্দ ও বিশ্বনেতারা আজ কোথায়? দশ বছর বয়সী এই বালকের মত কয়জন আছে, যারা অত্যাচারী শাসককে সদুপদেশ ও পরামর্শ দেন? অথচ আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বল’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

শিক্ষা : স্বৈরাচারী এবং অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা অন্যতম জিহাদ। যারা এই কাজ করতে গিয়ে নিহত হন, তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘শহীদগণের সর্দার হ’ল হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে কোন অত্যাচারী শাসকের কাছে গিয়ে তাকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। ফলে তাকে হত্যা করা হয়’ *(মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪৮৮৪; ছহীহাহ হা/৩৭৪)*।

[গল্পটি আরবী থেকে অনূদিত]

[অনুবাদক : সহ-পরিচালক, সোনামণি]]

সার্থকতার প্রাপ্তি

আমি প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর আমার প্রথম পোস্টিং হয় বরগুনা যেলার পরীরখাল নামক সরকারী এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমি ঢাকা শহরে থাকার দরুণ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবন রীতি সম্পর্কে আমার ধারণাই ছিল না। শহরের ইট পাথরের দালানকোঠা পেরিয়ে গ্রামের মনোরম আবহাওয়া আর খেটে খাওয়া মানুষের সরল ভালোবাসা আমি স্বপ্নেও অনুভব করিনি। প্রথমদিন যখন গেট পেরিয়ে স্কুলের সীমানায় প্রবেশ করি, তখনি দেখতে পাই স্কুলের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলোর উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ ও আনন্দ। ছাত্র-শিক্ষক সকলের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে সেদিনই মনে হয়েছিল শিক্ষকতা একটি মহান পেশা।

গ্রামের ছেলে-মেয়েগুলোর ড্রেস নামক আস্তরণগুলোতে শহুরে ছেলেমেয়েদের মতো চাকচিক্য না থাকলেও তাদের চোখে-মুখে চকচক করে শিক্ষকের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সম্মান। বেশ কিছুদিন পর একদিন আমি তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজী ক্লাস নিতে যাই। স্কুলে আসার পর থেকে যতবার তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাসে গিয়েছি প্রতিবারই শেষ বেঞ্চে একটি ছেলেকে চুপচাপ মুখভারী করে বসে থাকতে দেখেছি। সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাই অনেকটা কৌতুহলবশত আমি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তার সামনে আসতেই সে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি ওকে কিছু ইংরেজী শব্দার্থ জিজ্ঞেস করলাম ও সে সাবলীলভাবে সব সঠিক উত্তর দিল। আমি কিছুটা অবাক হলাম। কারণ সামনের বেঞ্চে বসা ছেলেমেয়েগুলোও ওর মতো এত সুন্দরভাবে পড়া বলতে পারে না।

আমি ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে নরম স্বরে বললাম, তুমি সব সময় পিছনে বসো কেন? কাল থেকে আমি তোমাকে সামনের বেঞ্চে দেখতে চাই। ছেলেটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেও ওর মধ্যে আমি তেমন উৎফুল্লতা দেখতে পেলাম না। এরপর প্রতিদিনই ছেলেটি আমার ক্লাসে প্রথম বেঞ্চে বসত। একদিন খেয়াল করলাম, আমি ব্লাকবোর্ডে কিছু লিখলে ছেলেটি তা ওর খাতায় লিখে না।

বেশ কিছুদিন বিষয়টি খেয়াল করার পর একদিন আমি রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, সবাই লিখছে আর তুমি লিখছ না কেন? অনেক মেধাবী হয়ে গেছ নাকি? ছেলেটির মুখ লাল হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার! আসলে আমার খাতাটা শেষ হয়ে গেছে। পাশ থেকে আরেকটি ছেলে বলল, স্যার! ও প্রত্যেক দিন খাতাই নিয়া স্কুলে আসে'। পাশের ছেলেটির কথায় পুরো ক্লাস জুড়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। সকলকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে আমি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই সে মাথা নিচু করে বেঞ্চের দিকের তাকিয়ে আছে।

ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমি শান্ত স্বরে বললাম, যাই হোক, কাল থেকে তুমি নতুন খাতা নিয়ে স্কুলে আসবে। এরপর যদি দেখি যে আমি লেখা সত্ত্বেও তুমি কিছু লিখছনা তবে তোমাকে শাস্তি দিব, বুঝেছো? ছেলেটি সায় দিয়ে হ্যাঁ-বোধক ইঙ্গিত দিল। অতঃপর আমি পুনরায় পড়ানোর দিকে মনোযোগ দিলাম।

পরদিন ক্লাসে প্রবেশ করে সামনের বেঞ্চে দৃষ্টি দিতেই দেখি ছেলেটি আসেনি। পুরো ক্লাস জুড়ে নিজের অক্ষিগোলকের দৃষ্টিরেখা বিচরণ করার পরও ছেলেটিকে খুঁজে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, হয়তো বাড়িতে কোনো সমস্যার কারণে আজ স্কুলে আসেনি। এভাবে এক এক করে তিনদিন চলে যাওয়ার পরও যখন স্কুলে ছেলেটির দেখা পেলাম না, তখন ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি জানো ছায়েমের কি হয়েছে? ও স্কুলে আসছে না কেন? কিন্তু কোন উত্তর এলো না। সকলের নীরবতাই আমাকে জানিয়ে দিল যে, ওরা ছায়েমের সম্পর্কে কিছুই জানেনা। তৎক্ষণাৎ আবার বললাম, কেউ কি তার বাসা চেনো? পিছন থেকে একটি ছেলে হাত উঁচু করে বলল, জ্বী স্যার! আমি চিনি।

বিকালে ছেলেটির সাথে ছায়েমের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই একটি জরাজীর্ণ ছোট্ট ঘরের দরজায় বসে এক মধ্যবয়স্কা মহিলা খুব যত্ন সহকারে কাঁথা বুনছে। মহিলাটি আমাকে দেখেই মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিল। আমার সাথে থাকা ছেলেটি মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, খালাম্মা! আমাগো স্কুলের স্যার উনি। ছায়েম স্কুলে যায় না দেইখা উনি খোঁজ নিতে আইছে'। আমি ছায়েমের শিক্ষক শুনে মহিলাটি তাড়াহুড়া করে আমাকে একটি মোড়া এগিয়ে দিলেন। তাঁর আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হলাম। তবে বসলাম না। বললাম, জ্বী, আমি বসার জন্য আসিনি। ছায়েম স্কুলে যাচ্ছে না কেন?

মহিলাটি কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, স্যার! কি আর কমু কষ্টের কথা! পোলাডার অনেক পড়ালেখার শখ। কিন্তু ওরে একটা খাতা কিইন্না দেওয়ার সামর্থ্যও আমার নাই। ওর জন্মের এক বছরের মাথায় ওর বাপে নদীতে মাছ ধরতে যাইয়া আর ফিরা আসেনি। কোন স্যারে নাকি ওরে নতুন খাতা নিয়া স্কুলে যাইতে কইছে, কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা না থাকায় ওরে কিইন্না দিতে পারি নাই। তাই ও খালে মাছ ধরতে গেছে। ও নাকি ঐ মাছ বেইচ্চা খাতা কিনব। আপনেই বলেন স্যার, এই গরমে মাছ আইব ক্যামনে? বর্ষাকাল হইলেও একটা কথা আছিল। কিন্তু ছ্যামড়ায়তো আমার কথা একটাও শুনলোনা। পাশের বাড়ির ভাবী আমারে এই কাঁথাটা সেলাই করতে দিছে। চিন্তা করছি এই কাঁথা দিয়া যেই টাকা পামু সেইডা দিয়াই ওরে খাতা কিন্না দিমু, স্যার। তারপর দেখমুনে ও স্কুলে না যাইয়া কেমনে পারে'।

মহিলার কথা শুনে আমার হাতগুলো কেমন যেন খুব করে কাঁপছিল। মানুষ কতটা অভাবে থাকতে পারে সেটা ছায়েমের বাড়িতে না আসলে আমি দেখতে পেতাম না। সামান্য একটি স্কুলের খাতা কিনে দেওয়ার সামর্থ্যও তার নেই, কতটা অসহায় তারা। তখনই ছায়েম কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে উৎফুল্ল

ভঙ্গিতে বলল, মা এই দেখো কত বড় একটা কাতলা মাছ পাইছি। এইটা বেইচ্চা খাতা কিনমু আমি'।

পরমুহূর্তে আমাকে তার বাড়িতে উপস্থিত দেখে উৎফুল্ল মুখখানা চুপসে গেল। সেদিন আমি ছায়েমের ধরা মাছটি পাঁচশত টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলাম। জানি মাছটির দাম বাজারের ভিত্তিতে একশত টাকাও হবেনা। তবে ছেলেটির মুখে একটুখানি হাসি ফুটানোর জন্যই এমনটা করেছিলাম। সে তখন স্বভাবতই হতবিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এরপর থেকে ছায়েমের প্রতি আমার আলাদা একটা মায়া ও দায়িত্ববোধ কাজ করত। সেটা ছেলেটির মেধার কারণে হোক বা ওর অসহায়ত্বের কারণে।

এভাবেই কেঁটে যায় দু'টি বছর। ছায়েমের পড়ালেখার যাবতীয় খরচ আমিই দেওয়ার চেষ্টা করতাম। স্কুলের একমাত্র ছাত্র হিসাবে ছায়েম যেদিন পঞ্চম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায় সেদিন সে ভরা স্কুলের সামনেই আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। স্কুলের সকল শিক্ষক-ছাত্ররাও সেদিন অনেক আনন্দ করেছিল। আমি তখন দূর থেকে ছায়েমের মায়ের আঁচল দিয়ে অশ্রু মোছার দৃশ্য খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এই জীবনে আমার যতগুলো সার্থকতার চিহ্ন আমি বয়ে বেড়িয়েছি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সার্থকতা ছিল ছায়েমের এই সফলতার পেছনে আমার করা সামান্য সাহায্যটুকুই।

এর কিছুমাস পর আমি ঢাকাতে ট্রান্সফার হই। পরবর্তীতে ছায়েমের সাথে দেখা করার আগ্রহ মনে উঁকি দিলেও তা আর সম্ভব হয়নি। একটি দু'টি করে প্রায় ত্রিশটি বছর কেঁটে যায়, ইতোমধ্যে আমি রিটায়ার্ড করেছি। এমনকি বহু ব্যস্ততা এবং বিভিন্ন বিষয়ের কারণে ছায়েমের কথাও আমার মন থেকে পুরোপুরি মুছে গিয়েছিল।

ইদানিং বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণে আমার শরীরে বেশ কিছু মারাত্মক রোগ বাসা বেঁধেছে। রিটায়ার্ড হয়ে যত টাকা পেয়েছিলাম তা নিজের জন্য রেখে না দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভাগ করে দিয়েছিলাম, এই ভেবে যে তারা যদি আমার একটুখানি খেয়াল রাখে। কিন্তু হ'ল তার উল্টা। ছেলেমেয়েরা টাকা নিয়ে যে যার মতো জীবন গুছিয়ে নিল। এই নিয়ে আমার স্ত্রী মাঝেমধ্যেই ওদেরকে বদ দো'আ দেয়। কিন্তু আমি বলি, ছেলেমেয়েদের জন্য কখনো খারাপ কামনা করতে নেই। তারা যদি ভালো থাকে তবে থাকুক না যার যার মতো।

এদিকে শরীরের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাওয়াতে আমার স্ত্রী জোরপূর্বকই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। যদিও আমি টাকা খরচের ভয়ে একদমই যেতে রাযী ছিলাম না। বিভিন্ন পরীক্ষা করার পর জানা গেল আমার পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে এবং কিডনীর কার্যক্ষমতাও প্রায় শেষ বললেই চলে। ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করার পর তিনি জানান, সবমিলিয়ে আমার চিকিৎসার জন্য তিন লক্ষ টাকা খরচ হবে। আমার স্ত্রীর নিকট একটি পুরোনো আমলের স্বর্ণের দুল ছিল, কিন্তু সেটা বিক্রি করলেও কোনো ভাবেই এক লক্ষ টাকার বেশী হবার কথা নয়। আমার স্ত্রী তখন ডাক্তারের নিকট অনেকটা আকুতির স্বরেই বলল, আচ্ছা কোনো ভাবে কি টাকার অঙ্কটা একটু কমানো যায় না? ডাক্তার ছাহেব বললেন, আমি কিছু করতে পারবো না। আপনি বরং হাসপাতালের পরিচালক ডা. ছায়েম শাহরিয়ারের সাথে কথা বলুন।

ছায়েম নামটি শুনেই আমার কিছু একটা মনে আসতে গিয়েও যেন আসলোনা। অতঃপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমরা ডা. ছায়েমের সাথে দেখা করার সুযোগ পেলাম। উনার চেম্বারে প্রবেশ করতেই দেখি তিনি একমনে কোনো ফাইল দেখছেন। আমাদের দিকে না তাকিয়ে তিনি বললেন, বসুন আপনারা। বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি? আমার স্ত্রী বেশ ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, আসলে আমার স্বামীর দুইটা অপারেশনের জন্য তিন লক্ষ টাকা চাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এত টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। যদি একটু কমাতেন এই আরকি। ডা. ছায়েম এই কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ আমার দিকে অবাক নয়নে তাকিয়েই আছে। তাকে দেখে আমার বেশ চেনা লাগলেও কোনোভাবেই আঁচ করতে পারছিলাম না।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার! আপনি কি পরীরখাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন? আমি ওর কথায় বেশ অবাক হয়ে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ ছিলাম তো একসময়। পরক্ষণেই সে নিজের চেয়ার থেকে উঠে আমার সামনে এসে সালাম করেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার আর এক মুহূর্ত বুঝতে বাকি রইলনা এ আর কেউ নয় বরং আমারই সেই প্রিয় ছাত্র ছায়েম। যে আমাকে এভাবেই জড়িয়ে ধরেছিল সেই ছোট্ট অবস্থায় যখন সে স্কুলের প্রথম ছাত্র হিসাবে বৃত্তি পেয়েছিল।

কিছু কিছু সার্থকতার প্রাপ্তি এবং সম্মান মনে হয় যুগ যুগ পেরিয়ে গেলেও এর তীক্ষ্ণতা একটুও কমে না বরং বেড়েই চলে। এটা হয়তো তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

[সূত্র : ইন্টারনেট]

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

সোনামণি প্রতিভা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, খেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ-২০২৩

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫-১৬ ডিসেম্বর শুক্র ও শনিবার : 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের মিলনায়তনে ২দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বা'দ ফজর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া উক্ত অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী উদ্বোধনী ভাষণ ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম স্বাগত ভাষণ ও প্রশিক্ষণ নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষকবৃন্দ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন। আলোচকবৃন্দ হলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. আব্দুল হালীম (আহলেহাদীছ আন্দোলন কী ও কেন? কী চায়, কেন চায়, কীভাবে চায়?), 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম (আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য মতবাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, রাজনীতিই ধর্ম, সুফিবাদ), 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (ভারতীয় উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর গতিধারা ও সাংগঠনিক ইতিহাস), 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন (ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি : আমাদের রাজনৈতিক দর্শন), 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (সাংগঠনিক জীবনে চেইন অফ কমাণ্ডের গুরুত্ব এবং জামা'আত ও বায়'আত), 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর (দক্ষ কর্মী তৈরির উপায়), কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (গঠনতন্ত্র অনুসরণের গুরুত্ব), কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম (দাওয়াতি কাজে কর্মপদ্ধতির অনুসরণ), কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (সাংগঠনিক জীবনে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা) ও কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী (মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ)।

উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ৩টি বই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?', 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' ও 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি'-এর উপর গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'লেন, ১ম স্থান : সাইফুর রহমান (সভাপতি, দিনাজপুর-পূর্ব), দ্বিতীয় স্থান : মুহাম্মাদ আব্দুন নূর (দফতর সম্পাদক, দিনাজপুর-পূর্ব), ৩য় স্থান : সাজেদুর রহমান (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, দিনাজপুর-পূর্ব)। দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে সকলের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রসেফর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও ক্যারিয়ার ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার

কুমিল্লা ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য দুপুর ৩-টায় যেলার শাসনগাছাস্থ মারকাযে যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে 'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও ক্যারিয়ার ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কি-নোট স্পিকার ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয় সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ডা. শওকত হাসান, বুয়েটের সহযোগী অধ্যাপক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আলী নাঈম, ঢাকা বারডেম হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. ছাবিত বিন হান্নান ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। সেমিনারটি উদ্বোধন করেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ও প্রবন্ধ পাঠ করেন আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

মৃত্যু সংক্রান্ত শিরক-বিদ'আত প্রতিরোধে 'যুবসংঘ'

'যুবসংঘে'র দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার হাকিমপুর উপযেলার সাতকুড়ি শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসেন (২৩) দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তিনি গত ১৪ই জানুয়ারী রবিবার বিকাল ৪-টায় সাতকুড়ি গ্রামে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'ঊন। বা'দ এশা স্থানীয় সাতকুড়ি প্রাইমারী স্কুল মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ বহু মুছল্লী যোগদান করেন। জানাযা শেষে সাতকুড়ি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মৃত্যুপূর্ব সকালে কথিত আলেম ও স্থানীয় লোকজনের পরামর্শে পরিবারের সদস্যগণ মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও সুস্থতার আশায় তার জন্য তাবীজ, ইউনুস খতম, পশু যবেহসহ অসংখ্য শিরক-বিদ'আতী আমল শুরু করে। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ 'যুবসংঘ' সাতকুড়ি শাখার সভাপতি আক্তারুল ইসলামের নেতৃত্বে শাখা দায়িত্বশীলগণ উপযেলা ও যেলা দায়িত্বশীলদের সাথে নিয়ে সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় পরিবারের সদস্যদের শিরক-বিদ'আতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়ে সকল বিদ'আতী কার্যক্রম বন্ধ করতে সক্ষম হন। ফালিল্লাহিল হামদ! সেসময় থেকে মৃত্যু, কাফন, জানাযা ও দাফন পর্যন্ত সকল কাজে 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ অতন্দ্র প্রহরীর মত অবস্থান করেন ও কোন বিদ'আতী আমলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'লেই তা হিকমার সাথে প্রতিহত করেন। যেমন গোলাপ জল ছিটানো, কুরআন খতম, মাটি দেওয়ার সময় মিন হা খলাকনাকুম...পাঠ, কবরে খেজুর ডাল দেওয়া ইত্যাদি। পরিশেষে মৃতের পরিবার ও আগত আত্মীয়দের ধৈর্য ধারণের নছীহত ও শিরক-বিদ'আত মুক্ত জীবন ও সমাজ গড়ার গুরুত্ব উল্লেখ করে তা'লীম দেওয়া হয়।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।]

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীর প্রস্তুতির খবর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পত্রযোগে কে প্রেরণ করেন?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস।

২. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে কুরায়েশ ও মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?
উত্তর : কুরায়েশ ৩ হাযার এবং মুসলমান ৭ শত সৈন্য।

৩. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিল?
উত্তর : আবু সুফিয়ান।

৪. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) কতজন সাথী নিয়ে পিছন থেকে সৈন্য পরিচালনা করেন?
উত্তর : ৭ জন আনসার ২ জন মুহাজির সহ মোট ৯।

৫. প্রশ্ন : 'সাইয়িদুশ শুহাদা' হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব ওহোদ যুদ্ধে কতজন শত্রুসেনাকে হত্যা করেন?
উত্তর : ৩০ জনের অধিক শত্রুসেনাকে হত্যা করেন।

৬. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধ সম্পর্কে আলে-ইমরান সূরায় কতটি আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : ১২১ হ'তে ১৭৯ পর্যন্ত পরপর ৬০টি আয়াত।

৭. প্রশ্ন : কুরায়েশ তীরন্দায বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিল?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহ।

৮. প্রশ্ন : হিজরতের পূর্বে মদীনার আউস গোত্রের সর্দার ও ধর্মযাজক কে ছিল?
উত্তর : আবু 'আমের আর-রাহেব।

৯. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধে কার নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রাসূল (ছাঃ)-এর ডান দিকের নীচের রুবাঈ দাঁতটি ভেঙ্গে যায় ও নীচের ঠোঁটটি আহত হয়?
উত্তর : উৎবাহ বিন আবু ওয়াক্কাছ।

১০. প্রশ্ন : কে বাসর ঘর ছেড়ে যুদ্ধের ময়দানে হাযির হন?
উত্তর : হানযালা বিন আবু 'আমের আর-রাহেব।

১১. প্রশ্ন : মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মদীনায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম দাঈ-এর নাম কী?
উত্তর : বীর কেশরী মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ)।

১২. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-কে কার সাথে একই কবরে দাফন করা হয়?
উত্তর : রাসূলের ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহশ।

১৩. প্রশ্ন : ওহোদ যুদ্ধের সময় কে ঢাল নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান?
উত্তর : আবু ত্বালহা (রাঃ)।

১৪. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার পর তাঁকে বাঁচানের জন্য লড়াই করে কোন দু'জন ছাহাবী শহীদ হন?
উত্তর : মুছ'আব বিন উমায়ের এবং মালেক ইবনু সিনান।

১৫. প্রশ্ন : সা'দ বিন মু'আয কখন ইসলাম কবুল করেন?
উত্তর : দ্বাদশ নববী বর্ষে ২য় বায়'আতের পর।

বর্ণের খেলা

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দু'টি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে রাজশাহীর একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসার প্রচলিত নাম পাওয়া যাবে।

১.....
২.....
৩.....
৪.....

প্রতিযোগীর নাম : .....

মোবাইল : .....

ঠিকানা : .....

.....

.....।

গত সংখ্যার উত্তর : উপর-নীচ : ১. কুরআন ২. নীরব ৩. তাওহীদ ৪. রহমান ৬. বীর ৭. ইলম ৮. তওবা ৯. করুণা ১০. মহান। **পাশাপাশি :** ১. কুরবানী ৩. তাক্বদীর ৫. নবী ৭. ইবাদত ৯. কলম ১১. ধারণা ১২. রামাযান।

গত সংখ্যায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হলেন, ১ম সানজিদা খাতুন, আরবী বিভাগ, ৩য় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; **২য়** তরীকুল ইসলাম, ধনারুহা, সাঘাটা, গাইবান্ধা; **৩য়** সাদিয়া খাতুন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দৃষ্টি আকর্ষণ : 'কুইজ' ও 'বর্ণের খেলা' প্রতিযোগিতায় ২০শে ফেব্রুয়ারী'২৪-এর মধ্যে অংশগ্রহণকারী সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ৩ + ৩ মোট ৬ জনকে পুরস্কৃত করা হবে ইনশাআল্লাহ! অংশগ্রহণের মাধ্যম হল-

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ নাম্বারে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

কুইজ

১. প্রশ্ন : কোন নবীকে মাছওয়ালা বলা হয়?

উত্তর :.....।

২. প্রশ্ন : 'সর্বোত্তম ভুলকারী তারা, যারা সর্বাধিক তওবাকারী'- কোন হাদীছগ্রন্থের কত নং হাদীছ?

উত্তর :.....।

৩. প্রশ্ন : শায়খ রবী আল-মাদখালী সঊদীআরবের কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর :.....।

৪. প্রশ্ন : হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কোন দেশের গভর্ণর ছিলেন?

উত্তর :.....।

৫. প্রশ্ন : ইলমের মত আরেকটি জিনিষের নাম কি?

উত্তর :.....।

৬. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন কাদের মুখ উজ্জ্বল হবে?

উত্তর :.....।

৭. প্রশ্ন : 'পক্ষপাতিত্ব' ও 'স্বজনপ্রীতি' এর ইংরেজী শব্দ কি?

উত্তর :.....।

৮. প্রশ্ন : সৈয়দ আহমাদ কত সালে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর :.....।

৯. প্রশ্ন : মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ কত রাত্রের ওয়াদা দিয়েছিলেন?

উত্তর :.....।

১০. প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরকে কে হত্যা করেছিল?

উত্তর :.....।

প্রতিযোগীর নাম : .....

মোবাইল : .....

ঠিকানা : .....

.....

.....।

➲ **নির্দেশনা :** কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর কে? উত্তর : অধ্যাপক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

২. প্রশ্ন : রেলপথের নিরাপত্তার জন্য নতুন করে কোন দু'টি রেলওয়ে থানা হচ্ছে?
উত্তর : দোহাজারী ও কক্সবাজার রেলওয়ে থানা।

৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশে উৎপাদিত ঔষধ বিশ্বের কতটি দেশের রপ্তানি হচ্ছে? উত্তর : ১৫৭ টি দেশে।

৪. প্রশ্ন : দেশের প্রথমবারের মতো সরকারীভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আবহাওয়ার বার্তা সংগ্রহে কোন রকেট উৎক্ষেপণ করা হবে? উত্তর : একুশে-১।

৫. প্রশ্ন : বর্তমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধীনে কতটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ রয়েছে?
উত্তর : ৪২ টি।

৬. প্রশ্ন : পদ্মা সেতুতে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয় কবে? উত্তর : ১ই নভেম্বর ২০২৩।

৭. প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে মাথা পিছু ঋণ কত?
উত্তর : ৩৬৫ মার্কিন ডলার (প্রায়)।

৮. প্রশ্ন : দেশের প্রথম কৃষিবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় নির্মাণ করা হবে? উত্তর : ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

৯. প্রশ্ন : ১১ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দেশের কতটি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়? উত্তর : ৪৮টি

১০. প্রশ্ন : দেশের প্রথম টানেলের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
উত্তর : ৩.৩২।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : মালয়েশিয়া নতুন রাজা কে?
উত্তর : ইব্রাহীম সুলতান ইস্কান্দার।

২. প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে?
উত্তর : ডেভিড ক্যামেরন (সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।

৩. প্রশ্ন : সম্প্রতি বিশ্বের বৃহৎ হাইড্রোজেন খনি কোথায় আবিষ্কৃত হয়? উত্তর : ফ্রান্স।

৪. প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে?
উত্তর : ডেভিড ক্যামেরন (সাবেক প্রধানমন্ত্রী)।

৫. প্রশ্ন : COP28 সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর : দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৬. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু কাঠের ভবন কোন দেশে নির্মিত হবে? উত্তর : অস্ট্রেলিয়া (উচ্চতা ৬২৭ ফুট)।

৭. প্রশ্ন : ৩১ অক্টোবর ২০২৩ দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশ ইস্রাঈলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে?
উত্তর : বলিভিয়া।

৮. প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন (FDA) কবে চিকুনগুনিয়া টিকার অনুমোদন দেয়?
উত্তর : ৯ নভেম্বর ২০২৩।

৯. প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)-এর বর্তমান সদস্য কত? উত্তর : ১২৪ টি।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

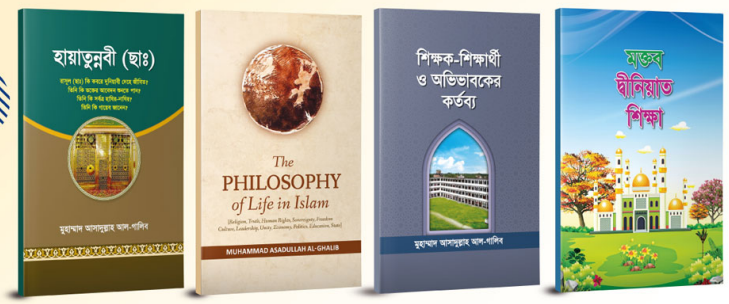

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

RainMan
AN EXCLUSIVE COLLECTION FOR GENTS
Director
Muhammad Habibur Rahman (Habib)
Al-sami shopping complex, monipur, gazipur sadar. 01732-224778, 01721-937785

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪ মূল্য : ৩০ টাকা

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৪

সকলের জন্য উন্মুক্ত

(২০২৩ সালের বিজয়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

পরীক্ষার তারিখ
১৬ই ফেব্রুয়ারী
সকাল ১০-টা

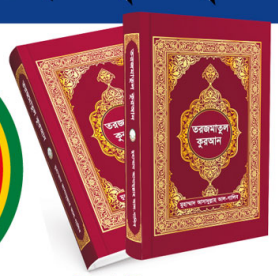

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার
  ১২,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার
  ৯,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার
  ৭,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি)
  ১,০০০/- (সনদসহ)

- পরীক্ষার ফী
  ১০০ টাকা
  বিকাশ নম্বর : ০১৭৭৫-৬০৬১২৩
- প্রশ্নপদ্ধতি
  এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান
  অনলাইন : exam.hfeb.net
- অংশগ্রহণের আবেদন লিংক
  cutt.ly/QwQDVCsK
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
  তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

নির্বাচিত বই

তরজমাতুল কুরআন

(১-১৫ পারা পর্যন্ত)

লেখক :
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

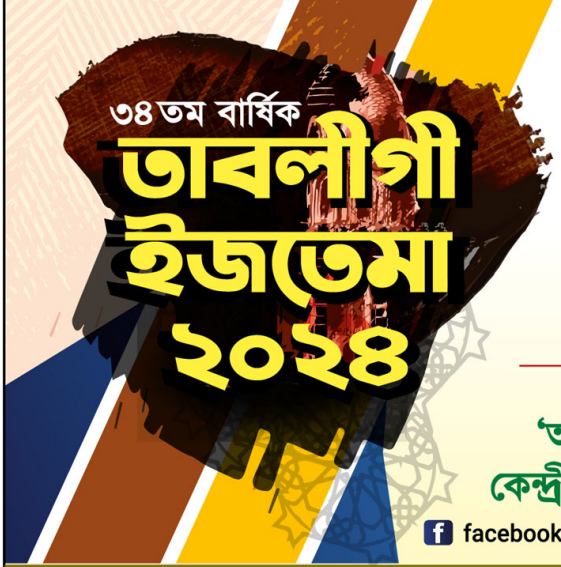

৩৪তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪

২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

facebook.com/attahreektv Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩; ০১৭১১-৫৭৮০৫৭